দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

আল হাদীস আর্কাইভ - ২০১৬

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

সহজ দশটি জিকির..... ৪

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ ঈমানের শাখা –গুলোর বর্ণনা- ৬

হাদিস তাফসীর - হাদিসে জিব্রাইল ৯

নিজের ইমানকে ঝালাই করুন, জিহাদের পথে অবিচল থাকুন ৩৪

ইয়ামান দেশ রাসূল (সাঃ) এর ভালবাসার দেশ ৩৭

অতএব সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের – ভাইদেরকে পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো। ৪৪

হে উলামায়ে উম্মাহ! ৫৮

ইমাম নববি (রহিমাহুল্লাহ) এর ৪০ হাদিস (অনুবাদ)..... ৬১

সহজ দশটি জিকির

Umar Faruq

Senior Member

০১-২৫-২০১৬

সহজ দশটি জিকির যার সাওয়াব অনেক বেশি ।

১) প্রতিদিন ১০০ বার **سبحان الله** (সুবহা-নাল্লাহ) পাঠ করলে ১০০০ সাওয়াব লিখা হয় এবং ১০০০ গুনাহ মাফ করা হয় ।[সহীহ মুসলিম-৪/২০৭৩]

২) **الحمد لله** (আল হামদুলিল্লাহ) মীযানের পাল্লাকে ভারী করে দেয় এবং সর্বোত্তম দোআ'। [তিরমিযী-৫/৪৬২, ইবনে মাযাহ-২/১২৪৯, হাকিম-১/৫০৩, সহীহ আল জামে'-১/৩৬২]

৩) **لا اله الا الله** (লা ইলা- হা ইলাল্লাহ) হলো সর্বোত্তম যিকর। [তিরমিযী-৫/৪৬২, ইবনে মাযাহ-২/১২৪৯, হাকিম-১/৫০৩, সহীহ আল জামে'-১/৩৬২]

(৪) **سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر**

(সুবহা-নাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর) এই কালিমাগুলি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় এবং নবী (সঃ) বলেনঃ পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের চইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়। [সহীহ মুসলিম -৩/১৬৮৫, ৪/২০৭২৫)

৫) যে ব্যক্তি **سبحان الله وبحمده** (সুবহা- নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী) প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করবে সমুদ্রের ফেনা পরিমান (সগীরা) গুনাহ থাকলে ও তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। [সহীহ আল- বুখারী-৭/১৬৮, সহীহ মুসলিম-৪/২০৭১]

৬) নবী (সঃ) বলেনঃ **سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم** (সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহা-নাল্লাহিল'আজীম) এই কালীমাগুলি জিহ্বায়

উচ্চারনে সহজ, মীযানের পাল্লায় ভারী, দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়। [সহিহ আল- বুখারী-৭/১৬৮, সহীহ মুসলিম-৪/২০৭২]।

৭) যে ব্যক্তি **سبحان الله العظيم وبحمده**(সুবহা-নাল্লাহিল 'আজীম ওয়া বিহামদিহী)পাঠ করবে প্রতিবারে তার জন্য জান্নাতে একটি করে (জান্নাতী) খেজুর গাছ রোপন করা হবে । [আত-তিরমিযী-৫/৫১১,আল-হাকীম-১/৫০১, সহীহ আল-জামে'-৫/৫৩১, সহীহ আত- তিরমিজী-৩/১৬০]

৮) নবী (সঃ) বলেনঃ **لا حول ولا قوة الابالله** (লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ) হচ্ছে জান্নাতের গুপ্তধন সমুহের মধ্যে একটি গুপ্তধন। [সহীহ আল-বুখারী -১১/২১৩, সহীহ মুসলিম- ৪/২০৭৬]

৯) নবী (সঃ) বলেনঃ

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبرو لا حول ولا قوة الا بالله

(সুবহা-নাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ) এই কালীমাগুলি হচ্ছে "অবশিষ্ট নেকআ'মল সমুহ" । [আহমাদ (সহীহ)-৫১৩, মাজমাউজ জাওয়াঈদ-১/২৯৭]

১০) নবী (সঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তাআ'লা তার প্রতি দশ বার রহমত বরষন করবেন।

সংক্ষিপ্ত দুরুদঃ **اللهم صل و سلم علي نبينا محمد** (আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।) এবং তিনি (সঃ) আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকালে দশবার এবং বিকেলে দশবার দুরুদ পাঠ করবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত পাবে। [তাবারানী, মাজময়াউজ জাওয়াঈদ]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৮৭০

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ ঈমানের শাখা -গুলোর বর্ণনা

Julfiqar

Junior Member

০৫-০১-২০১৬

ইবনে হিব্বান (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঈমানের শাখা -গুলো হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারীতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। এই শাখা গুলো তিন প্রকার। (১) এমন কিছু শাখা আছে যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। (২) কতিপয় শাখা জবানের সাথে সম্পৃক্ত এবং (৩) এমন কতিপয় শাখা রয়েছে, শরীরের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রথমতঃ
অন্তরের কাজসমূহঃ নিয়ত ও বিশ্বাস হচ্ছে অন্তরের কাজ। ঈমানের যেসমস্ত শাখা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত তার সংখ্যা ২৪টি। নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল।

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমানঃ

আল্লাহর জাত (সত্বা), সিফাত (গুণাবলী) এবং একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়নও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। তবে স্মরণ রাখা জরুরী যে, আল্লাহ্ স্বীয় সত্বা ও গুণাবলী কোন সৃষ্টির মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْر

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি শুনেন এবং দেখেন"। (সূরা শুরাঃ ১১)

(২) এই বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সকল বস্তুই ধ্বংসশীল। (৩) এমনিভাবে আল্লাহর ফেরেশতা (৪) আসমানী কিতাব (৫) নবী-রাসূল (৬) তাকদীরের ভালমন্দ এবং (৭) আখেরাতের প্রতি ঈমান। কবরের প্রশ্নোত্তর, পুনরুত্থান, হিসাব, আমলনামা প্রদান, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়ন করাও অন্তরের কাজসমূহের অন্তর্ভূক্ত। (৮) আল্লাহকে ভালবাসা, আল্লাহর জন্যেই কাউকে ভালবাসা, আল্লাহর জন্যেই কাউকে ঘৃণা করা, (৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসা ও তাঁকে সম্মান করাও অন্তরের কাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর

দরূদ পাঠ ও তাঁকে ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন তার অন্তর্ভূক্ত। (১০) তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা (১১) একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর এবাদত করা আবশ্যক- এর প্রতি ঈমান আনয়নও অন্তরের কাজের অন্তর্ভূক্ত। রিয়া তথা লোক দেখানো আমল ও মুনাফেকী পরিহার করাও এর অন্তর্ভূক্ত। (১২) তাওবা করা (১৩) আল্লাহকে ভয় করা (১৪) আল্লাহর রহমতের আশা রাখা (১৫) আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা (১৬) ওয়াদা অঙ্গিকার পূর্ণ করা, (১৭) ধৈর্য ধারণ করা (১৮) তাকদীরের লিখনের উপর সন্তুষ্ট থাকা (১৯) আল্লাহর উপর ভরসা করা (২০) বিনয়-নম্রতা প্রদর্শণ করা, বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করাও এর অন্তর্ভূক্ত (২১) অহঙ্কার ও তাকাব্বরী বর্জন করা (২২) হিংসা বর্জন করা (২৩) কাউকে ঘৃণা না করা এবং (২৪) ক্রোধ বর্জন করা।

দ্বিতীয়তঃ

জবানের কাজসমূহঃ ঈমানের শাখা -সমূহের মধ্যে থেকে যেগুলোর সম্পর্ক জবানের সাথে তার সংখ্যা হল সাতটি। (১) তাওহীদের বাক্য অর্থাৎ মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করা (২) কুরআন তেলাওয়াত করা (৩) ইলম্ শিক্ষা করা (৪) অপরকে ইল্ম শিক্ষা দেয়া (৫) দু'আ করা (৬) যিকির করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাও এর অন্তর্ভূক্ত (৭) অযথা কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয়তঃ

শরীরের কাজসমূহঃ ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলোর সম্পর্ক শরীরের সাথে, তার সংখ্যা হল ৩৮টি। এ শাখাগুলো আবার তিন ভাগে বিভক্ত। (ক) কতিপয় শাখা ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর সংখ্যা পনেরটি। (১) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করা (২) মিসকীন ও অসহায়কে খাদ্য দান করা (৩) মেহমানের সম্মান করা (৪) ফরজ রোজা পালন করা (৫) নফল রোযা পালন করা (৬) ইতেকাফ করা (৭) লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা (৮) হজ্জ পালন করা (৯) উমরা পালন করা (১০) কাবা ঘরের তাওয়াফ করা (১১) দ্বীন ও ঈমান নিয়ে টিকে থাকার জন্যে দেশ ত্যাগ। (১২) দ্বীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্যে কাফের রাষ্ট্র ত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে চলে যাওয়া। (১৩) মানত পূর্ণ করা। ১৪) ঈমান বৃদ্ধির চেষ্টা করা ও (১৫) কাফ্ফারা আদায় করা।

ঈমানের এমন কতিপয় শাখা আছে, যা ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্টদের সাথে সম্পৃক্তঃ

এগুলোর সংখ্যা মোট ৬টি। (১) বিবাহের মাধ্যমে চরিত্র পবিত্র রাখা (৬) পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা (৩) পিতা-মাতার সেবা করা, তাদের অবাধ্য না হওয়া (৪) সন্তান প্রতিপালন করা (৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা (৬) মনিবের প্রতি অনুগত থাকা ও অধীনস্তদের সাথে নরম ব্যবহার করা।

এমন কতিপয় শাখা রয়েছে, যা সকল মুসলমানের সাথে সম্পৃক্তঃ

এগুলোর সংখ্যা হচ্ছে ১৭টি। (১) ইনসাফের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করা (২) মুসলিম জামা'তের অনুসরণ করা, (৩) শাসকদের আনুগত্য করা (৪) মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া। বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও এর অন্তর্ভূক্ত (৫) সৎকাজে পরস্পর সহযোগিত করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজের নিষেধ করাও এর অন্তর্ভূক্ত (৬) দন্ডবিধি কায়েম করা (৭) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা ও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেয়াও জেহাদের অন্তর্ভূক্ত (৮) আমানত আদায় করা এবং গণীমতের মালের পাঁচভাগের একভাগ আদায় করাও এর অন্তর্ভূক্ত (৯) ঋণ পরিশোধ করা (১০) প্রতিবেশীর সম্মান করা (১১) মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা (১২) হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করা এবং বৈধ পন্থায় তা খরচ করা এবং অপচয় না করা (১৩) সালামের উত্তর দেয়া (১৪) হাঁচিদানকারীর উত্তর প্রদান করা (১৫) মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা (১৬) খেলা-তামাশা থেকে বিরত থাকা ও (১৭) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে দেয়া।

এই হল ঈমানের ৬৯টি শাখা। কতিপয় শাখাকে অন্য শাখার সাথে একত্রিত গণনা না করে আলাদাভাবে হিসাব করলে ৭৭টি হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৫৮৯

হাদিস তাফসীর – হাদিসে জিব্রাইল

Abu Salih

Junior Member

০৫-২৭-২০১৬

উমর বিন আল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বসে ছিলাম, তখন আমাদের সামনে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন যিনি অত্যন্ত সাদা কাপড় পরিহিত ছিলেন, তার চুল ছিল প্রচণ্ড কালো। তার মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না আর আমাদের কেউই তাকে চিনতাম না।

তিনি অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে এসে নিজের দুই হাঁটু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুই হাঁটুর সাথে মিলিয়ে দিলেন এবং তার দুই হাতের তালু তার [(সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বা নিজের]দুই উরুর উপর রাখলেন আর বললেন, "হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম), আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ইসলাম (অর্থাৎ এর স্তম্ভ) হল এই যে – (১) আপনি সাক্ষ্য দিবেন আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তার রাসূল, (২) সালাত কায়েম করবেন, (৩) যাকাত আদায় করবেন, (৪) রামাদান মাসের সিয়াম পালন করবেন এবং (৫) আল্লাহ্*র ঘরে হজ করার সামর্থ্য থাকলে হজ পালন করবেন।" প্রশ্নকারী বললেন, "আপনি সত্য বলেছেন।"

উমর বিন আল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, "এই নবাগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে ও উত্তরকে সত্য ও সঠিক বলে ঘোষণা করতে দেখে আমরা খুবই অবাক হলাম।"

সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, "ঈমান হল এই যে, আপনি আল্লাহ্*কে, তার ফেরেশতাদেরকে, তার কিতাবসমুহকে, নবী রাসূলদেরকে ও বিচার দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করবেন এবং তাকদীরকে বিশ্বাস করবেন – তা ভালো বা মন্দ হোক।" সে ব্যক্তি বললেন, "আপনি সত্য বলেছেন।"

এরপর সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ইহসান হল এটি যে, আপনি এমনভাবে আল্লাহ্*র ইবাদাহ করবেন যেন আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন, যদিও আপনি তাকে (দুনিয়াতে) দেখতে পাবেন না তবে (জেনে রাখুন) তিনি আপনাকে দেখছেন।"

সেই ব্যক্তি এবার জানতে চাইলেন, "কিয়ামত কবে হবে আমাকে সে সম্পর্কে বলুন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানে না।"

সেই ব্যক্তি এরপর বললেন, "আমাকে আপনি এর কিছু নিদর্শন বলুন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "দাসী তার নিজের কর্ত্রী (অথবা কর্তা) কে জন্ম দিবে, আর আপনি দেখবেন যে নগ্নপদ বিশিষ্ট নিঃস্ব ছাগলের রাখালেরা একে অপরের সাথে বিশাল বিশাল ভবন তৈরিতে প্রতিযোগিতা করবে।"

বর্ণনাকারী (উমর বিন আল খাত্তাব) বলেন, "এরপর সে (জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি) তার পথে চলে গেল কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে অনেকক্ষণ ধরে অবস্থান করলাম।"

পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "উমার, তুমি কি জান জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিটি কে ছিলেন ?" আমি জবাব দিলাম, "আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ই সবচেয়ে ভাল জানেন।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তিনি ছিলেন জিব্রাইল। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদের কাছে এসেছিলেন।" (মুসলিম - কিতাবুল ঈমান, হাদিস ১/৮)

উপরোক্ত হাদিসটি শুধুমাত্র মুসলিমেই বর্ণিত আছে। তবে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনাটি বুখারি ও মুসলিম উভয় কিতাবেই বর্ণিত আছে যা নিম্নরুপঃ

একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবারা বসে ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন,

“ঈমান কি ?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “ঈমান হল এটা যে আপনি বিশ্বাস স্থাপন করবেন আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার সাথে সাক্ষাত, তার নবী-রাসূলগণ এবং পরকালে পুনরুত্থানের উপর।”

সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, “ইসলাম কি ?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “ইসলাম হল এটাই যে আপনি আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, যাকাত আদায় করবেন এবং রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবেন।”

সে ব্যক্তি এরপর জিজ্ঞেস করলেন, “ইহসান কি ?” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “ইহসান হল এটি যে, আপনি এমনভাবে আল্লাহ্*র ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন, যদিও আপনি তাকে (দুনিয়াতে) দেখতে পাবেন না তবে (জেনে রাখুন) তিনি আপনাকে দেখছেন।”

সেই ব্যক্তি এবার জানতে চাইলেন, “কিয়ামত কবে হবে আমাকে সে সম্পর্কে বলুন।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানে না। তবে আমি আপনাকে এর লক্ষণগুলো বলতে পারি। এর একটি নিদর্শন হল, দাসী তার নিজের কর্ত্রী (অথবা কর্তা) কে জন্ম দিবে। এর আরেকটি নিদর্শন হল, যখন আপনি দেখবেন নগ্নপদ বিশিষ্ট লোকেরা জনগনের নেতা হবে, আর যখন কালো উটের রাখালেরা গর্ব-অহংকার আর একে অপরের সাথে সুদীর্ঘ ভবন নির্মাণে প্রতিযোগিতা শুরু করবে, এটি কিয়ামতের অন্যতম লক্ষন; এবং কেয়ামতের সময়ের ব্যাপারে জ্ঞান হল সেই পাঁচটি বিষয়ের একটি যার ব্যাপারে কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।”

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“নিঃসন্দেহে কেবল আল্লাহ্*রই কেয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি তা জানেন যা জরায়ুতে আছে, কেউই বলতে পারে না

আগামীকাল সে কি অর্জন করবে, না কেউ জানে যে কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবই জানেন, তিনি সব বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে অবগত।" (সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৪)

এরপর সেই জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন (সাহাবীদেরকে), "সেই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

কিন্তু যখন তারা সেই ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য গেলেন, তখন তারা সেই ব্যক্তির কোন চিহ্ন পেলেন না।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তিনি ছিলেন জিব্রাইল। তিনি লোকদেরকে তাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।" (বুখারি - কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ৫০; মুসলিম - কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ৫/৯)

এই হাদিসের গুরুত্ব

এই হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারন এই হাদিসটি দ্বীনের প্রত্যেক বিশেষ অংশের একটি ব্যাপক ব্যাখ্যা। ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের তিনটি স্তর ব্যাখ্যার পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সবগুলোকে একত্রে একটি একক দ্বীন হিসেবে হাদিসের শেষে এই বলে উল্লেখ করেছেন - "ইনি ছিলেন জিব্রাইল, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখাতে এসেছিলেন।"

এভাবে এই হাদিসটিতে ইসলামিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা অন্তর্ভুক্ত হল, যেমনি করে এটি ফিকহ,আকিদাহ, যুহদ, আত্মা কোমলকারী বিষয়, সৎ আমল এবং ইসলামিক জ্ঞান – এসবের মৌলিক বিষয়ও ঘিরে রেখেছে।

ইসলামের অর্থ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামকে ব্যাখ্যা করেছেন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত বাহ্যিক কাজকে, অর্থাৎ কথা ও আমলকে। এসব কাজের প্রথমটি হল মৌখিক – আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্*র রাসুল - এটা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা। এই ঘোষণার দেওয়ার পর একজন মুসলিমের উপর যা করা ফরয তা হল সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামাদানে সিয়াম পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে হজ করা।

ইসলামকে প্রদত্ত শ্রেণীগুলোতে ভাগ করা হয়েছেঃ

(১) শরীরের আমল (সালাত ও সিয়াম)।

(২) আর্থিক আমল (যাকাত আদায় করা)।

(৩) উপরোক্ত দুটি মাধ্যমের সম্মিলিত আমল (হজ পালন করা)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস – "একজন মুসলিম তো সে, যে অন্য মুসলিমদের জিহ্বা (মুখের কথা) বা হাত দিয়ে ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে" (বুখারি - কিতাবুল ইমান, হাদিস নং ১০; মুসলিম - কিতাবুল ইমান, হাদিস নং ৪০/৬৪) – এটা ইঙ্গিত করে যে সব বাহ্যিক আমলই ইসলামের শ্রেণীর অধীনে অন্তর্ভুক্ত।

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলো, "ইসলামে কোন ধরনের (অথবা কোন গুণসম্পন্ন) আমল উত্তম ?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "দরিদ্র লোকদের খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের সালাম দেওয়া।" (বুখারি - কিতাবুল ইমান, হাদিস নং ১২; মুসলিম - কিতাবুল ইমান, হাদিস নং ৩৯/৬৩)

একইভাবে, নিষিদ্ধ কাজগুলো ছেড়ে দেওয়াও ইসলামের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলামের সর্বোত্তম বৈশিস্টগুলোর একটি হল যা তার সম্পর্কিত নয়,তা পরিত্যাগ করা।" (তিরমিযি - কিতাবুল যুহদ, হাদিস ২৩১৭; ইবন মাজাহ - কিতাবুল ফিকহ, হাদিস ৩৯৭৬)

নাওাস বিন সাম'আন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ সরল পথের যে উপমা দেখিয়েছেন তা হল এই যে - এটি দুই পাশের দেয়াল দ্বারা ঘেরা রয়েছে। দেয়ালগুলোর সামনে

রয়েছে উন্মুক্ত দরজা যেখানে পর্দা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রবেশপথে রয়েছে এক আহবানকারী যে বলে, 'হে লোকসকল, তোমরা সবাই এই পথে প্রবেশ করো এবং বিপথে যেয়ো না।' সেই পথের ভিতরে রয়েছে আরেকজন আহ্বানকারী যে সবাইকে (যারা অন্য কোন দরজা খুলতে চায়) আহবান করে, 'তোমাদের উপর দুঃখ আপতিত হোক, এই দরজা খুলবে না!' এটি হল ইসলামের পথ, আর দেয়ালগুলো হল আল্লাহ্*র বেঁধে দেওয়া সীমারেখা। উন্মুক্ত দরজাগুলো হল সেগুলো যেগুলোকে আল্লাহ হারাম করেছে এবং পথের মাথায় আহ্বানকারী হল আল্লাহ্*র কিতাব আর ভিতরের পথের আহ্বানকারী হল আল্লাহ্*র দেওয়া উপদেশ যা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ – ৪/১৮২,১৮৩; তিরমিযি – কিতাবুল আমসাল, ২৮৫৯; নাসাঈ'র আল কুবরা কিতাব – কিতাবুত তাফসীর, ১১২৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের সরল পথের এই উপমাবিশিস্ট পথ প্রদর্শন করে গেছেন যার ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন দৃঢ় থাকার জন্য এবং নিষেধ করেছেন যেন এর সীমার বাইরে না যাওয়া হয়, যে ব্যক্তি কোন নিষিদ্ধ কাজ করলো সে আল্লাহ্*র বেঁধে দেওয়া সীমা অতিক্রম করলো।

ঈমানের অর্থ

এই হাদিসে এটি বলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈমানকে সংজ্ঞায়িত করেছেন আন্তরিক বিশ্বাস হিসেবে – "ঈমান হল আল্লাহ্*কে, তার ফেরেশতাদেরকে, কিতাবসমুহকে, নবী রাসুলদেরকে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে এবং প্রত্যেক ভাল মন্দ সম্পর্কে তাকদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।"

এই পাঁচটি বিষয়ের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন অংশে উল্লেখ করেছেন, যেমনঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ

“রাসুল সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে যা তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর মুমিনরাও (ঈমান এনেছে); তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহ্*র উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমুহের উপর, তার রাসুলদের উপর...” (সূরা আল বাকারাহ, ২ :২৮৫)

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

“... বরং সৎ কাজ হল এই যে, মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহ্*র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর, আল্লাহ্*র কিতাবের উপর, নবীদের উপর ...” (সূরা আল বাকারাহ, ২ :১৭৭)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

“... যারা *গায়ব এর প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে এবং তাদের রিযক থেকে (তাদের যা দান করা হয়েছে) (তা আমার নির্দেশিত পথে) ব্যয় করে।” (সূরা আল বাকারাহ, ২ :৩)

[* আল গায়বঃ এর আক্ষরিক অর্থ হল যা দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থ বহন করে – আল্লাহ্*কে, ফেরেশতাদেরকে, তার কিতাবসমুহকে, তার নবী রাসুলদেরকে, পুনরুত্থান দিবসকে এবং আল কদর (ভাগ্য) কে বিশ্বাস করা। এর অর্থ গুলোর মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত – যা আল্লাহ ও তার রাসুল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান সম্পর্কে মানুষদের জানিয়েছেন; যেমন, আসমান ও দুনিয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে, উদ্ভিদ ও প্রানীদের জীবন সম্পর্কে, পূর্ববর্তী জাতিদের ঘটনা এবং বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কে।]

নবী রাসুলদের উপর ঈমান আনার ফলে অপরিহার্য হয়ে পড়ে সেসব কিছুর উপর ঈমান আনা যা তারা প্রচার করতে আদিস্ট হয়েছিলেন। এটি অন্তর্ভুক্ত করে ফেরেশতাদের উপর, নবী রাসুলদের উপর, কিতাবের উপর (আল কুরআন), পুনরুত্থানের উপর, তাকদিরের উপর, আল্লাহ্*র গুণাবলীর উপর, বিচার দিবসের উপর, *আস সিরাত এর উপর, আমল পরিমাপের মাপকের উপর এবং বেহেশত ও দোযখের উপর ঈমান আনা।

[* আস সিরাতঃ এটি হল একটি সেতু যেটা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে পাড়ি দিতে হবে। চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এই সেতুর নিচে দোযখের আগুন জ্বলতে থাকবে।]

প্রত্যেক ভাল মন্দ সম্পর্কে তাকদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস করাটাও ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। এটি ইবন উমার (রাঃ) এই হাদিসটির উপর ভিত্তি করে জানা যায়, যেখানে তিনি তাকদিরের বিষয়টি প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে বলেছেন। হাদিসটি হলঃ

ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মুর থেকে বর্ণিতঃ "যে ব্যক্তি আল-কদরের ব্যাপারে প্রথম কথা বলেছিল সে ছিল বসরার লোক মা'বাদ আল জুহানি। আমি (ইয়াহইয়া) আর হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান আল হিমাইরি হজ বা উমরা করার জন্য বের হয়ে পড়েছিলাম আর বললাম, 'যদি এমনটি ঘটে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন এক সাহাবীর সাথে আমাদের সাক্ষাত লাভ হয়, তবে আমরা তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো যে তারা (সাহাবীরা) তাকদিরের ব্যাপারে কি বলেন।' অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সাথে আবদুল্লাহ বিন উমার বিন আল খাত্তাব (রাঃ) এর সাথে দেখা হয়ে গেল তিনি মাসজিদে প্রবেশ করার সময়। আমার সাথী আর আমি তার কাছে গেলাম। আমাদের মধ্যে একজন তার ডানে এবং অপরজন তার বামে দাঁড়ালো। আমি আশা করেছিলাম যে আমার সাথী আমাকে কথা বলার অনুমতি দিবে। তাই আমি বললাম, 'হে আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ বিন উমার), আমাদের দেশে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞান অন্বেষণ করে।' এরপর তাদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার পর আমি বললাম, 'তারা দাবী করে যে আল-কদর বলতে কিছুই নেই এবং কোন কিছুই পূর্বে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় নি।' তিনি (আবদুল্লাহ বিন উমার) বললেন, 'তোমার সাথে যদি সেই লোকগুলোর দেখা হয় তবে তুমি তাদের বলবে যে আমার তাদের ব্যাপারে করার কিছু নেই এবং তাদেরও আমার ব্যাপারে করার কিছু নেই।' আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) আল্লাহ্*র নামে শপথ করে বললেন, 'যদি তাদের (যারা আল-কদরে ঈমান আনে না) কেউ তার কাছে থাকা উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণও (আল্লাহ্*র পথে) ব্যয় করে, আল্লাহ সেটা গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল-কদরের উপর ঈমান আনবে।' " (মুসলিম – কিতাবুল ঈমান, হাদিস ১/৮)

ঈমানের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে আমলও অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ কুরআনে বলেছেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

"মুমিন তো হল সেসব লোক, (যাদের) আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করানো হলে তাদের হৃদয় কম্পিত হয়ে উঠে এবং যখন তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা (সব সময়) তাদের মালিকের উপর নির্ভর করে। যারা সালাত কায়েম করে আর আমি তাদের যা কিছু (অর্থ সম্পদ) দান করেছি তা থেকে তারা (আমার পথে) খরচ করে। (মুলত) এ (গুণসম্পন্ন) লোকগুলোই হল সত্যিকারের মুমিন, তাদের রবের কাছ তাদের জন্য রয়েছে (বিপুল) মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (-র ব্যবস্থা)।" (সূরা আল আনফাল, ৮ :২-৪)

ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল কায়েস গোত্র থেকে আসা এক প্রতিনিধিকে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে চারটি কাজ করতে আদেশ দিচ্ছিঃ এক আল্লাহ্*র উপর ঈমান আনবে। তুমি কি জান এক আল্লাহ্*র উপর ঈমান আনা বলতে কি বুঝায় ? এটি বুঝায় এই ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এমন কারো অধিকার নেই যে তার ইবাদাহ করা যাবে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্*র রাসুল, এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামাদানের সিয়াম পালন করা এবং আল খুমুস (গনিমতের পাঁচ ভাগের এক অংশ যা তোমার অংশে পড়ে) এর অর্থ প্রদান করা।" (বুখারি – কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৫৩; মুসলিম – কিতাবুল ঈমান, হাদিস – ১৭/২৩)

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ঈমানের রয়েছে ষাট অথবা সত্তরটির কিছু বেশী সংখ্যক শাখা, এদের মধ্যে সর্বোত্তম হল এটা ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; এবং এদের মধ্যে সবার নিচে যেটা রয়েছে সেটা হল পথ থেকে ক্ষতিকর

কিছু সরিয়ে ফেলা; আর লজ্জাশীলতা হল ঈমানের একটি শাখা।" (বুখারি – কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৯; মুসলিম – কিতাবুল ঈমান, ৩৫/৫৮)

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। কোন ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় চুরিতে লিপ্ত হতে পারে না। কোন ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় মদ পানে লিপ্ত হতে পারে না।" (বুখারি – কিতাবুল মাযালিম, হাদিস ২৪৭৫; মুসলিম – কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৫৭/১০০)

এভাবে, এই বড় গুনাহগুলো ছেড়ে দেওয়া যদি ঈমানের কোন অংশ না হতো, যে ব্যক্তি এই পাপগুলোর কোন একটি করে, সে ব্যক্তির ব্যাপারে 'ইমানদার' পরিভাষাটি অস্বীকার করা হতো না। কারন 'ইমানদার' পরিভাষাটি অস্বীকার করা হবে না যদি না এই পরিভাষার স্তম্ভ অথবা ফরয অস্বীকার করা হয়।

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য হল - ঈমান হল বিশ্বাস, স্বীকারোক্তি ও অন্তর সম্পর্কিত জ্ঞান, এটি হল আল্লাহ্*র কাছে তার দাসের নিজেকে উপস্থাপন করা, তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা আর তার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা। এভাবে ইসলাম হল আমল বা কাজ (অপরপক্ষে, বিশ্বাস ও জ্ঞান)।

এটি হল সেই আমল যাকে আল্লাহ কুরআনে "আদ দ্বীন" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অপরদিকে হাদিসে জিব্রাইলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন ইসলাম, ঈমান ও ইহসান কে।

এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, যদি এই দুই পরিভাষার কোন একটি পরিভাষা ব্যাবহার করা হয়, তবে অপর পরিভাষার অর্থও গৃহীত পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু যখন একটির সাথে অপরটির তুলনা করা হয়, যেক্ষেত্রে ঈমানের সংজ্ঞা অন্তরের বিশ্বাসের একটি শ্রেণীভুক্ত এবং ইসলাম হল আমলের শ্রেণীভুক্ত; সেক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাতে দুয়া করতেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমাদের যাকে জীবিত রাখেন, তাকে ইসলামের

উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের যাকে মৃত্যু দেন, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিন।" (মুসনাদে আহমাদ – খণ্ড ২, হাদিস ৩৬৮; আবু দাউদ – কিতাবুল জানাইয, হাদিস ৩২০১; তিরমিযি – কিতাবুল জানাইয, হাদিস ১০২৩; ইবন মাজাহ – কিতাবুল জানাইয, হাদিস ১৪৯৮; সবকটি হাদিসই আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে)

কারন মানুষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করতে পারে কেবল এই দুনিয়ার জীবনেই; পক্ষান্তরে, মৃত্যুর সময় অন্তরের ঈমান ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

এই পয়েন্ট থেকে নির্ভরযোগ্য আলিমরা বলেছেন, "সকল মুমিনই মুসলিম। যারা ঈমান এনেছে এবং তা অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে নিয়েছে, সেটা তাদেরকে দ্বীন ইসলামের আমলগুলো করতে উদ্বুদ্ধ করে।"

এটা তো সেটাই, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সাবধান! শরীরে এমন এক টুকরো মাংস রয়েছে তা যদি ভালভাবে সংশোধন করা হয় তবে পুরো শরীর ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু যদি এটি বিনস্ট হয় তবে পুরো শরীরই বিনস্ট হয়ে যাবে; আর এটি হল কলব।"

এভাবে, যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইসলামের আমল অনুসরন না করে তবে অন্তর ঈমান অর্জন করবে না। তবে প্রত্যেক মুসলিমই মুমিন নয়। কারন তার ঈমান দুর্বল অথবা পূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারে নি তার শরীরের অঙ্গের দ্বারা ইসলামের আমলগুলো সম্পাদন করা সত্তেও। এক্ষেত্রে সে একজন মুসলিম তবে পূর্ণ ঈমান বিশিস্ট মুমিন নয়। এটি ঠিক তেমন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ

"বেদুইনরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। তুমি বল, 'না, তোমরা (সঠিক অর্থে এখনও) ঈমান আনোনি, তোমরা (বরং) বল – আমরা (ইসলামে) আত্মসমর্পণ করলাম', কারন তোমাদের অন্তরে এখনও (যথার্থ) ঈমান প্রবেশ করেনি ..." (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ :১৪)

এভাবেই, কুরআনের বেশীরভাগ সঠিক তাফসিরকারকদের মতে বেদুইনেরা পুরোপুরিভাবে মুনাফিক নয়, বরং তাদের ঈমান দুর্বল। এটি ইবন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের মতামত। আর এই বিষয়টি আল্লাহ্*র এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ

وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

"এবং তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মফলের সামান্য পরিমাণও কমিয়ে দেবেন না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বারবার ক্ষমাকারী ও পরম করুণাময়।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ :১৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিসঃ "তার পুরষ্কারের কিছুই কমানো হবে না"

এটা স্পষ্ট হল, সেই বেদুইনদের কিছু পরিমাণ ঈমান ছিল যার কারনে তাদের আমল গ্রহণযোগ্য ছিল।

একইভাবে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেই হাদিস – যখন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম), অমুক ব্যক্তিকে আপনি দান করলেন না কেন ? সে তো একজন মুমিন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "নাকি মুসলিম ?" ... (বুখারি – কিতাবুল ঈমান, হাদিস ২৭; মুসলিম – কিতাবুল ঈমান, হাদিস ১৫০)

এই হাদিসটি ইঙ্গিত করে, সে ব্যক্তি ঈমানের লেভেলে পৌঁছায় নি। বাহ্যিকভাবে যেটা অনুসারে বিচার করা হয়েছিলো তা হল এই যে, সে ইসলামের লেভেলে ছিল।

কোনও সন্দেহ নেই যে, যখন অভ্যন্তরীণভাবে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, এর ফলে শরীরের অঙ্গ দ্বারা সংঘটিত বাহ্যিক আমলগুলো দুর্বল হতে থাকে। ফরয আমল উপেক্ষা করার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির ঈমান বাতিল হয়ে যায়। যেমনটি এই হাদিসে

বলা আছে – "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না।" (বুখারি – কিতাবুল মাযালিম, হাদিস ২৪৭৫; মুসলিম – কিতাবুল ঈমান, হাদিস – ৫৭/১০০)

ইহসানের অর্থ

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইহসানের উল্লেখ করা আছে – কখনো ঈমানের সাথে ইহসান এক সাথে উল্লেখ করা আছে, আবার কোথাও ইসলাম, তাকওয়া অথবা সৎ আমলের সাথে এর উল্লেখ আছে।

ইহসান ও ঈমান একসাথে কুরআনে উল্লেখ আছে, যেমনঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُواۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে, (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) তারা যা কিছু খেয়েছে তার জন্য তাদের উপর কোন গুনাহ নেই, যদি তারা আল্লাহ্*কে ভয় করে (তার নিষিদ্ধ ঘোষিত আমল থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে) আর ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, অতপর তাকওয়া অবলম্বন করে করে আর ঈমান আনে, অতঃপর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎ কর্ম করতে থাকে, এবং আল্লাহ মুহসিন (সৎকর্মশীল) লোকদের ভালবাসেন।" (সূরা আল মাইদাহ, ৫ :৯৩)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্*র উপর ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে (তাদের কোন আশংকা নেই), যারা সৎ কর্ম করে আমি কখনো তাদের বিনিময় নস্ট করি না।" (সূরা আল কাহফ, ১৮ :৩০)

ইহসানের সাথে ইসলামের উল্লেখ রয়েছে এমন কিছু আয়াতঃ

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

“যে ব্যক্তিই (আল্লাহ্*র সামনে) নিজের সত্তাকে সমর্পণ করে দিবে এবং সে হবে অবশ্যই একজন মুহসিন ব্যক্তি, তার জন্য তার রবের কাছে (এর) বিনিময় আছে, তাদের কোন ভয় নেই আর না তারা (সেদিন) চিন্তিতও হবে।” (সূরা আল বাকারাহ, ২ :১১২)

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

“যদি কোন মুহসিন ব্যক্তি আল্লাহ্*র কাছে নিজেকে (সম্পূর্ণ) সমর্পণ করে দেয়, সে (এর দ্বারা) একটি মযবুত হাতল ধরলো, আর যাবতীয় কাজকর্মের চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহ্*র কাছে।” (সূরা লুকমান, ৩১ :২২)

ইহসানের সাথে তাকওয়ার উল্লেখ রয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।” (সূরা নাহল, ১৬ :১২৮)

ইহসানকে এককভাবেও কুরআনে উল্লেখ করা আছেঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ

“যারা সৎ কর্ম করেছে তাদের জন্য থাকবে উত্তম পুরস্কার (জান্নাত) এবং এর থেকেও বেশী (অর্থাৎ, আল্লাহ্*র পবিত্র চেহারা দেখার এক বিরাট সম্মান)।” (সূরা ইউনুস, ১০ :২৬)

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরোক্ত আয়াতের “এর থেকেও বেশী” - এর তাফসীর করেছেন যে, এটা দ্বারা বুঝানো হচ্ছে জান্নাতে আল্লাহ্*র পবিত্র চেহারা দেখতে পাওয়া। (এই হাদিসটি রয়েছে এখানে - মুসলিম – কিতাবুল ঈমান, ১৮১/২৯৮; মুসনাদে আহমাদ – ৪/৩৩২,৩৩৩)

আল্লাহ্*র পবিত্র চেহারা দেখার এই মর্যাদা পাবে মুহসিন ব্যক্তিরা। এই বিরাট সম্মানজনক পুরষ্কারের কারন হল, ইহসান হল মুমিন বান্দার তার রবের প্রতি

এমন এক ইবাদাত যেন তার রব তার সামনেই উপস্থিত আছেন। সে তার রবকে ভয় করে এমনভাবে যেন সে রবকে তার অন্তর দিয়ে দেখছে এবং ইবাদাত করার সময় সে তাকে দেখছে। তাই পরকালে তার পুরস্কার হবে তার নিজ চোখে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্*কে দেখতে পাওয়া। এটি বুঝা যায় কুরআনের সেই আয়াত থেকে, যেখানে আল্লাহ পরকালে অবিশ্বাসীদের জন্য তার প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

"নিঃসন্দেহে পাপী ব্যক্তিদেরকে তাদের রবকে দেখা থেকে আড়াল করে রাখা হবে।" (সূরা আল মুতাফফিফিন, ৮৩ : ১৫)

আল্লাহ পাপী ব্যক্তিদের এই বিনিময় দিবেন দুনিয়াতে তাদের অবস্থার কারনে (তাদের অন্তরে জমিয়ে রাখা পাপ ও অসৎ কাজ, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্*কে জানা ও ভয় করা থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখে)। তাই পরকালে আল্লাহ্*র কাছে এর প্রতিদান হল পরকালেও তাদের পর্দা টেনে দেওয়া, যাতে তারা তখনও আল্লাহ্*কে দেখতে না পারে।

ইহসানের ব্যাখ্যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস – "ইহসান হল এটি যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্*র ইবাদাহ করবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ ....." – এটি ইঙ্গিত করে, বান্দা আল্লাহ্*র ইবাদাত করবে, তার নৈকট্য খুঁজবে এবং মনে করবে যে সে আল্লাহ্*র হাতের মধ্যে রয়েছে যেন সে আল্লাহ্*কে দেখতে পাচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টি হয় তাকওয়া, তার প্রতি সশ্রদ্ধ ভয় এবং এতে তার নিকট পদমর্যাদার উন্নতি ঘটে; এছাড়াও ইবাদাতে শুদ্ধতা আর কর্ম প্রচেষ্টার উদ্যমের উন্নতি ঘটে এবং আরও নির্ভুল হয়।

"যদি তুমি মনে করো যে তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ না, তবে জেনে রাখো তিনি তোমাকে দেখছেন"

বলা হয় যে হাদিসের এ অংশটুকু এর প্রথম অংশের ("তুমি এমনভাবে আল্লাহ্*র ইবাদাহ করবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ") কারন।

যখন আদেশ দেওয়া হল, তখন আল্লাহ্*র বান্দা তার ইবাদাত করার ক্ষেত্রে তাকে ভয় পাওয়ার ব্যাপারে এবং যতক্ষন পর্যন্ত না তাকে দেখতে পাচ্ছে ততক্ষন তার নিকটে অবস্থানের অনুভূতি – এসব ক্ষেত্রে কাঠিন্যতার মুখোমুখি হতে পারে।

তাই সে এভাবে তার ঈমান অবলম্বন করবে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন এবং তিনি তার গোপন বিষয় ও নিয়্যত সম্পর্কে জানেন, তিনি জানেন তার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় এবং তার কোন কিছুই আল্লাহ্*র কাছ থেকে গোপন নয়। সে যদি এই ধাপ অর্জন করতে পারে, তবে তার জন্য দ্বিতীয় ধাপে চলে যাওয়া সহজ হবে, যেটা হল আল্লাহ্*র সাহায্য ও তার নৈকট্যের ব্যাপারে সবসময়ই দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত থাকা, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে যেন আল্লাহ্*কে দেখতে পেলো।

অন্যান্য আলিমরা বলেছেন, "বরং এটি আল্লাহ'র ইবাদাতে কাঠিন্যতা পাওয়া ব্যক্তির প্রতি নির্দেশনা – আল্লাহ তাকে দেখছেন এটা জেনে এমনভাবে ইবাদাত করা যেন সে আল্লাহ্*কে দেখছে।"

এই জ্ঞানের কারনে আল্লাহ্*র দৃষ্টির সামনে তার লজ্জাশীলতা অনুভূত হবে, যেমনটি বলেছেন কিছু আলিম, "আল্লাহ্*কে ভয় করুন, যাতে তিনি যেন তাদের মধ্যে ন্যূনতম একজন না হয়ে যান, যিনি আপনাকে দেখছেন (যারা আপনাকে দেখছে তাদের কাছ থেকে আপনার লজ্জাশীলতার ব্যাপারটি বিবেচনা করো)।"

আবার কিছু আলেম বলেছেন, "আপনাদের উপর আল্লাহ্*র ক্ষমতার পরিমানের ব্যাপারে ভয় করুন এবং আপনাদের সাথে আল্লাহ্*র নৈকট্যের পরিমানের ব্যাপারে তার সামনে লজ্জাশীল থাকুন।"

আমাদের পূর্ববর্তী ধার্মিক ব্যক্তিগনের (সালাফদের) মধ্য থেকে কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন, "যে ব্যক্তি কাজ করার সময় আল্লাহ্*কে (অন্তর দিয়ে) দেখে, সে তাদের মধ্যে একজন যে আল্লাহ সম্পর্কে অবগত আছে; আর আল্লাহ দেখছে এটা জেনে যে ব্যক্তি কাজ করে, সে মুখলিস (একনিষ্ঠ) ব্যক্তিদের একজন।"

শেষের এই বিবৃতিতে দুই পদমর্যাদার উল্লেখ আছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিলঃ

(১) ইখলাসের অবস্থা :ইখলাস হল আল্লাহ্*র পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারটি অন্তরের ভিতর ও বাইরে উপস্থিত রেখে আল্লাহ্*কে দেখার ইচ্ছা আর তার

নিকটস্থ হওয়ার লক্ষ্যে বান্দা কতৃক আমল। বান্দা যখন তার আমলের ব্যাপারে আল্লাহ্*র পর্যবেক্ষণ কামনা করে আর এর শেষ পর্যন্ত কাজ করে যেতে থাকে, তখন সে সত্যিই মুখলেস বান্দা হয়ে যায়, যে কেবলমাত্র আল্লাহ্*র সন্তুষ্টির জন্য আমল করে থাকে। কারন সে তার আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্*র সন্তুষ্টি খুঁজে, যা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কিছুকে সন্তুষ্টি করা থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখে।

(২) আল্লাহ্*কে দেখার ব্যাপারে অবস্থা :এটা হল বান্দা কতৃক সংগ্রাম করা, যা ভিত্তি করে সেটার উপর, যেটার কারনে অন্তর আল্লাহ্*কে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে ও আল্লাহ্*র দিকে মুখ করে এবং যেটা অন্তরকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করে। অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞানের ভিতর প্রবেশ করে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি চোখের ন্যায় হয়ে পড়ে। এটি হল ইহসানের অবস্থার বাস্তবতা,যা হাদিসে জিব্রাইলে উল্লেখ করা আছে। আর এই অবস্থার ব্যক্তিরা তাদের অন্তর্দৃষ্টির প্রবলতা অনুযায়ী জাগরিত হয়।

কুরআনের বিভিন্ন অংশে এই অর্থগুলো নির্দেশ করা হয়েছেঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

"..... এবং তিনি তোমাদের সাথেই আছেন (তার জ্ঞানের মাধ্যমে), তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তার সব কিছুই দেখছেন।" (সূরা আল হাদিদ, ৫৭ :৪)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

"কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন গোপন সলাপরামর্শ হয় এবং (সেখানে) 'চতুর্থ' হিসেবে আল্লাহ উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ জনের মধ্যে 'ষষ্ঠ' হিসেবে সেখানে থাকেন না, (এ সলাপরামর্শকারীদের সংখ্যা) তার চেয়ে কম হোক কিংবা বেশী, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ সবসময়ই তাদের সাথে আছেন, অতঃপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে বলে দিবেন তারা কি কাজ করে এসেছে; আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন।" (সূরা আল মুজাদিলাহ, ৫৮ :৭)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

"(হে নবী,) তুমি যে কাজেই থাকো না কেন এবং সে (কাজ) সম্পর্কে কুরআন থেকে যা কিছু তিলাওয়াত করো না কেন (তা আমি জানি, হে মানুষেরা), তোমরা যে কোন কাজ করো, কোনও কাজে তোমরা যখন প্রবৃত্ত হও, আমি তার ব্যাপারে তোমাদের উপর সাক্ষী হয়ে থাকি, তোমাদের মালিকের (দৃষ্টি) থেকে একটি অনু পরিমাণ জিনিষও গোপন থাকে না, আসমান ও জমিনে এর চাইতে ছোট কিংবা এর চাইতে বড় কোন কিছুই নেই যা এ সুস্পস্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই।" (সূরা ইউনুস, ১০ :৬১)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

"..... আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে থাকি (আমার জ্ঞানের মাধ্যমে)।" (সূরা কাফ, ৫০ :১৬)

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

"... কিন্তু তারা আল্লাহ্*র কাছ থেকে (নিজেদের অপরাধ) লুকোতে পারবে না ..... তিনি তাদের সাথে আছেন (তার জ্ঞানের মাধ্যমে)।" (সূরা আন নিসা, ৪ :১০৮)

নির্ভরযোগ্য হাদিসে মুসলিমদেরকে ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ্*র নৈকট্য চাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিসঃ

"তোমাদের মধ্যে যে কেউই সালাতে দাঁড়ায়, সে তার রবের সাথে গোপনে কথা বলে অথবা তার রব থাকে তার আর কিবলা উভয়ের মাঝে।" (বুখারি – কিতাবুস সালাহ, হাদিস – ৪০৫; মুসলিম – কিতাবুল মাসাজিদ, ৫৪/৫৫১)

এছাড়াও এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অপর হাদিসেও পাওয়া যায়ঃ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন।" (বুখারি – কিতাবুস সালাহ, হাদিস – ৪০৬; মুসলিম – কিতাবুল মাসাজিদ, ৫০/৫৪৭)

যারা উচ্চস্বরে আল্লাহ্*র প্রশংসা করে তাদের ব্যাপারে একই অর্থ প্রকাশ করে এমন আরেক হাদিসঃ

"তোমরা এমন কারো ইবাদাত করছো না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। নিঃসন্দেহে তোমরা যাকে ডাকছো তিনি সবই শুনেন এবং তোমাদের কাছেই আছেন আর তোমাদের সাথেই আছেন।" (বুখারি – কিতাবুল কদর, হাদিস ৬৬১০; মুসলিম – কিতাবুজ জিকর ওয়াদ দু'য়া, ৪৪/২৪০৭)

আরেক বর্ণনায় আছেঃ

"তোমার ঘাড় থেকে মাথা যতখানি নিকটবর্তী, তিনি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির প্রতি তার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।"

এবং আরেকটি বর্ণনা হলঃ

"তিনি তোমাদের ঘাড়ের শিরার থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" (মুসলিম – কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ, ৪৬/২৭০৪)

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে আল্লাহ বলেছেন, "আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে থাকে আমি বান্দার সে ধারনার নিকটেই আছি। অর্থাৎ সে ধারণা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকি। এবং বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। বান্দা যদি আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি আর সে যদি কোন জনসমষ্টি নিয়ে স্মরণ করে তবে আমিও বিশেষ দল নিয়ে স্মরণ করি যা তাদের জনসমষ্টি থেকে উত্তম। বান্দা যখন আমার নিকট এক বিঘত নিকটবর্তী হয় তখন আমি তার নিকট একহাত নিকটবর্তী হই। আর সে একহাত অগ্রসর হলে আমি দুই হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার

দিকে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।" (বুখারি – কিতাবুত তাওহীদ, হাদিস ৭৪০৫; মুসলিম – কিতাবুজ জিকর ওয়াদ দু'আ, ২১/২৬৭৫)

যে ব্যক্তি বুঝে নিবে যে এই হাদিসটি নাস্তিকতা, অবতারত্ব অথবা আল্লাহ ও তার সৃষ্টিকে একত্রীকরণ করাকে নির্দেশ করে, এটা তার অজ্ঞতা এবং আল্লাহ্* ও তার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝার ত্রুটি থেকে তার এই অনুমান উদ্ভুত হবে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এসব আনুমানিক ব্যাপার থেকে মুক্ত, আর মহান আল্লাহ্* তার সৃষ্টির কোন কিছুর মতো নয় (অদ্বিতীয়), তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।

কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে ?

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিব্রাইল জিজ্ঞেস করেছিলেন কিয়ামতের সময় সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জবাব দিয়েছিলেন, "জিজ্ঞাসাকৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর অপেক্ষা বেশী জানেন না।"
এর অর্থ হল কেয়ামতের দিনকাল সম্পর্কে সকল সৃষ্টির জ্ঞানই সমান (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কেউই এ ব্যাপারে জানে না)।

এটি একটি নিদর্শন যে একমাত্র আল্লাহই এই জ্ঞানের অধিকারী, যেমনটি আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এমন পাঁচটি বিষয় আছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেন না," এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

"নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ্*রই রয়েছে কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান" (সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৪)

আল্লাহ বলেছেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

"তারা তোমার কাছে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, এ দিনটি কখন সংঘটিত হবে; তুমি (তাদের) বল, এ জ্ঞান তো (রয়েছে কেবল) আমার রবের কাছে, এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না, (তবে) আকাশমণ্ডল ও জমিনের জন্য সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা; এটি তোমাদের কাছে আকস্মিকভাবে আসবে ..." (সূরা আল আ'রাফ, ৭ : ১৮৭)

ইবন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "গায়বের চাবি পাঁচটি যা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না", এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন – "নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ্*রই রয়েছে কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন ....." {সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৪}

(বুখারি – কিতাবুত তাফসীর, হাদিস ৪৭৭৮)

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ

হাদিসটিতে জিব্রাইল যা জিজ্ঞেস করেছিলেন – "আমাকে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন সম্পর্কে বলুন" – দ্বারা বুঝানো হচ্ছে কিয়ামত আবির্ভাবের নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেনঃ

প্রথম নিদর্শনঃ দাসী তার কত্রী (অথবা কর্তা) কে জন্ম দিবে

"তার কত্রী" বলতে বুঝানো হচ্ছে দাসীর মালিককে। আবু হুরাইরা (রাঃ) এর হাদিসে বলা আছে "তার কর্তা"।

এটি একটি নিদর্শন যা ইঙ্গিত দেয় অনেক দেশ উদ্ভুত হওয়ার আর প্রচুর পরিমাণ দাস পাওয়ার, যতক্ষণ না পর্যন্ত বন্দীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের সন্তানও একইভাবে বৃদ্ধি পায়, যাতে করে বন্দী নারীরা তাদের মালিকের দাসে পরিনত হয় এবং তার সন্তানেরা তার মালিকের অবস্থানে, কারন মালিকের সন্তানের অবস্থান আর মালিকের অবস্থান একই, দাসীদের সন্তান তার মালিকের অবস্থানে পৌঁছে

যায়।

বলা হয় যে, দাসী পাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত একজন মেয়েকে দাস বানানো হবে এবং অতঃপর মুক্ত করে দেওয়া হবে, এরপর মাকে দাস বানানো হবে এবং মেয়েটি তাকে কিনে নিবে এবং তাকে ব্যবহার করবে এটা না জেনে যে সে-ই তার মা। এটি ইসলামের বিভিন্ন যুগে ঘটেছিল।

এটাও বলা হয় যে দাসিরা তাদের রাজাদেরকে জন্ম দিবে।

দ্বিতীয় নিদর্শনঃ আপনি দেখবেন যে নগ্নপদবিশিস্ট , নিঃস্ব.....

নিঃস্ব (আল 'আলাহ) অর্থ হল নিঃস্ব ও দরিদ্র, যেমনটি আল্লাহ কুরআনে বলেছেনঃ

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

"তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন অতঃপর সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন" (সূরা আদ দুহা, ৯৩ :৮)

"ছাগলের রাখালেরা একে অপরের সাথে বিশাল বিশাল ভবন তৈরিতে প্রতিযোগিতা করবে।" – এর অর্থ পাওয়া যায় উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে। এর অর্থ হল সমাজের নিচু শ্রেণীর লোকেরা তাদের নেতা ও শাসকে পরিণত হবে এবং তাদের সম্পদ বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ভবনের উচ্চতা, ডিজাইন ও পরিপূর্ণতা/উৎকর্ষতা নিয়ে নিজেদের ব্যাপারে অহংকার করবে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে তিনটি নিদর্শনের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে একটি হল, "যখন আপনি দেখবেন নগ্নপদ বিশিষ্ট লোকেরা জনগনের নেতা হবে এবং যখন কালো উটের রাখালেরা গর্ব/অহংকার আর একে অপরের সাথে সুদীর্ঘ ভবন নির্মাণে প্রতিযোগিতা শুরু করবে।"

এভাবে, কিয়ামতের নিদর্শনসমুহের মধ্যে একটি নিদর্শন পাওয়া গেল যে, উপযুক্ত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের (অযোগ্য) হাতে সমাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে; যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কিয়ামত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল -"যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া যদি অন্য কারো

হাতে দায়িত্ব চলে যায়, তবে কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো।" (বুখারি – কিতাবুল ইলম, হাদিস ৫৯)

এভাবে, যদি নগ্নপদ বিশিস্ট রাখালেরা (যারা অজ্ঞ আর কর্কশ হিসেবে পরিচিত) সমাজের নেতা হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সুদীর্ঘ ভবন তৈরি সম্পন্ন হয়, এর ফলে দ্বীন ইসলামের নিয়মশৃঙ্খলা ও জীবন হয়ে পড়বে বিকৃত। কারন, যদি সমাজের লোকদের নেতা নিঃস্ব ও দরিদ্র লোকদের মধ্য থেকে হয় এবং এরপর লোকজনের নেতা হয়, হোক তার কতৃত্ব ব্যাপক অথবা সর্বনিম্নস্থ, তবে এটি বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব যে সেই ব্যক্তি মানুষজনের অধিকার আদায় করবে, বরং সে নিজের জন্য সম্পদ বেদখল করবে এবং জনগনের সম্পদ দখল করে নিবে।

পূর্বের কিছু ধার্মিক ব্যক্তিগন (সালাফ) বলেছেন, "ড্রাগনের মুখের দিকে তোমার হাত প্রসারিত করা এর থেকেও উত্তম যে তুমি সম্পদশালী ব্যক্তির হাতের দিকে তোমার হাত প্রসারিত করবে, কারন ড্রাগন তোমার হাত খাবলিয়ে ছিড়ে নিবে কিন্তু সেই সম্পদশালী ব্যক্তি তোমাকে গরীব করে ছাড়বে।"

এছাড়াও, যদি সে অজ্ঞ আর রুক্ষ হয়ে থাকে, তাহলে এভাবে দ্বীন ইসলাম বিকৃত হয়ে যাবে কারন তার কাছে দ্বীনের উন্নতির বা শিক্ষার কোন গুরুত্তই নেই। বরং সে অগ্রাধিকার দেয় সম্পদ সংগ্রহ ও একত্র করাকে। সে এই ব্যাপারে কোন তোয়াক্কাই করে না যে দ্বীনের বিষয়সমূহের কি কি বিকৃত হচ্ছে,আর না সে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে যাদের এই সিস্টেমের কারনে সর্বনাশ হচ্ছে।

যখন সমাজের নেতা ও প্রধানরা এই অবস্থায় পৌঁছায়, তখন পুরো সমাজটাই উল্টে যায়। মিথ্যুকদের বিশ্বাস করা হয় আর সত্যবাদীদের মিথ্যুক বলে অভিহিত করা হয়, বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাস করা হয় আর বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, অজ্ঞরা কথা বলে অথচ আলেমরা চুপ থাকে অথবা সেখানে একদম কেউই থাকে না। যেমনটি জানা যায় একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিঃসন্দেহে কিয়ামতের নিদর্শন সমুহের একটি হল যে জ্ঞানকে তুলে নেওয়া হবে এবং অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে।" (বুখারি – কিতাবুল ইলম, হাদিস ৮০,৮১; মুসলিম – কিতাবুল ইলম, হাদিস ২৬৭১)

এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান তুলে নেন না। তিনি জ্ঞানীদের তুলে নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান তুলে নেন, যাতে করে যখন তিনি সকল অজ্ঞ ব্যক্তিদের ছেড়ে দেন,মানুষ তখন সেই অজ্ঞ লোকদের কাছে যায় যারা তাদের নেতা; এরপর লোকেরা দ্বীনের কোন ফয়সালা জানতে চায় এবং সেই অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে কোন জ্ঞান ছাড়াই উত্তর প্রদান করে, এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্য লোকদেরও পথভ্রষ্ট করে।" (বুখারি – কিতাবুল ইলম, হাদিস ১০০; মুসলিম – কিতাবুল ইলম, হাদিস ২৬৭৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিসের অংশ – "সুদীর্ঘ ভবন নির্মাণে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে" – হল তাদের গর্ব ও অহংকারের প্রমাণ, বিশেষ করে ভবন এর উচ্চতা সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তার সাহাবীদের সময়ে সুদীর্ঘ ভবন পরিচিত ছিল না। বরং তাদের ঘর ছিল তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিচু।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "ততক্ষন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত লোকেরা সুদীর্ঘ ভবন নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে।"

আল হাসান থেকে হারিস বিন আস সা'ইব বর্ণনা করেন, "আমি উসমান (রাঃ) এর খিলাফাহ চলাকালীন সময়টাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের ঘরে প্রবেশ করেছিলাম, এবং আমি আমার হাত দিয়ে ঘরের ছাদ স্পর্শ করতে পারছিলাম।"

উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে তিনি লিখেছিলেন, "তোমাদের ভবনগুলো উঁচু করবে না কারন নিশ্চয়ই এটি মন্দ কাজ।"

এবং আম্মার বিন আবু আম্মার থেকে বর্ণিত, "কোন ব্যক্তি যদি তার ঘরের উচ্চতা সাত হাতের উপর নিয়ে যায়, এটা তাকে সাথে সাথে বলে, 'হে পাপীদের মধ্যে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, কোথায় তুমি তোমার ঘর নির্মাণ করছ ?' "

ইমাম ইবন রজব আল হানবালি (রাহিমাহুল্লাহ)'র প্রসিদ্ধ হাদিস তাফসীর কিতাব জামি' আল 'উলুম ওয়াল হিকাম এর ইংলিশ ভার্শন থেকে অনুবাদকৃত। আরো অনুবাদ পেতে আমাদের ব্লগে ভিজিট করুন

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৯৬৪

নিজের ইমানকে ঝালাই করুন, জিহাদের পথে অবিচল থাকুন

ibn mumin

Senior Member

০৬-২৫-২০১৬

বেশ কয়েকদিন আগে এই পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই নিজের বাসা থেকে সামান্য কাপড়, টাকা আর ল্যাপটপ নিয়ে বাসা থেকে আল্লাহর নামে বের হয়ে পড়ি। বুঝতে পারছিলাম না যে কোথায় যাবো, কারণ আত্মীয় স্বজন কারো বাসাই তখন নিরাপদ না। তাই চলে গেলাম প্রায় ২ বছর পুরনো এক ভাইয়ের বাসায়। উনি আর আমি আগে একই হালাকায় অংশগ্রহন করতাম। গিয়ে দেখি উনি বাসায় নেই, এলাকায় আসতে সপ্তাহ খানেক সময় লাগবে। তাই এবার গেলাম এই হালাকারই আরেক ভাই এর বাসায়। গিয়ে বললাম ভাই আমার আজকে রাতে থাকার জায়গা নাই, আপনি কি জাহিদ (এটা আমার দেয়া নাম, এই পোস্টে ইউজ করার জন্য)ভাইকে একটু ম্যাসেজ দিবেন যেন উনি আমাকে আজ রাতটুকু উনার বাসায় থাকতে দেন। আসলে আমি সেই ভাইকে এই কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তিনি আমাকে বলেন যে আপনার জাহিদ ভাইয়ের বাসায় যাওয়ার দরকার নাই, আমার বাসাতেই থাকেন। কিন্তু আমি চরম আশাহত হলাম উনি কিছুই বললেন না। যাই হোক একটু পরে জাহিদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ হল। উনি আমাকে এমন স্থানে যেতে বললেন যা আমি চিনি না। আমি বারবার জাহিদ ভাইকে বললাম ভাই আপনি আমাকে এই জায়গা থেকে রিসিভ করেন কিন্তু আল্লাহ্* ভালো জানেন কেন উনি আমার বলা জায়গায় আসলেন না।

জাহিদ ভাইয়ের সাথে যখন এই কথাগুলো হচ্ছিল তখন ২য় ভাই সবই শুনছিলেন কিন্তু সুবহান আল্লাহ্* উনি একবারও বললেন না ভাই আজকের রাত আমার বাসায় থাকেন । কিন্তু উনার পক্ষে এটা খুবই সহজ ছিল।

হাসবি'আল্লাহ, তারপর আবার আল্লাহ্*র নামে বের হয়ে প্রায় রাত ৯ টা পর্যন্ত ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম। যখন আর কোন উপায় নেই তখন লাস্ট চান্স হিসেবে গেলাম এক পুরাতন তাবলিগি ভাইয়ের কাছে। গিয়ে নিজের অবস্থা জানিয়ে

বললাম আজকে রাতে কি থাকা যাবে? সুবহান আল্লাহ্* উনি প্রথমে বললেন তুমি কি রাতে খেয়েছ আমি বললাম না। উনি আমার জন্য খাবার কিনে আনলেন। রাতে থাকতে দিলেন। যখন পরদিন সকালে চলে যাচ্ছি তখন তিনি আমাকে অনেক টাকা দিতে চাইলেন। আল্লাহু আকবর উনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন শুধু ইসলামি ভাতৃত বোধের কারনেই।

সুবহান আল্লাহ্* আমি অবাক হলাম কি লাভ হল এক হালাকায় বসে আল ওয়ালা আল বারার আলোচনা করে!! সূরা তওবার তাফসীর পড়ে!! আরও বিভিন্ন কিতাব পড়ে!!

এই কি ছিল আপনাদের ইসলামি ভাতৃতবোধ !! প্রিয় ভাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আপনার মামা বাড়ির কোন আবদার না। এটা একটা ইবাদত। আপনি সারাদিন বিভিন্ন জামাতের দোষ গুণ নিয়ে হাসাহাসি করলেন আর যখন আপনার পরীক্ষা আল্লাহ্* নিলেন তখন আপনি হয়ে গেলেন ভীতুর ডিম। আফসোস আপনার জন্য। আপনি কি মনে করেছেন পরীক্ষা শুধু মদিনার আনসার আর মক্কার মুহাজিরদের জন্যই!!! আপনার উপরে কি পরীক্ষা আসবে না?? অবশ্যই আসবে।। কখনো হিজরত করে বাসা ছাড়তে হবে আবার কখনো অন্য ভাইকে মদিনার আনসারদের মত নিজের বাসায় থাকতে দিতে হবে। আপনি কি জিহাদকে ফেসবুকে বড় বড় স্ট্যাটাস দেয়া আর তৃপ্তির ঢেকুর তুলার মাঝেই সীমাবদ্ধ মনে করেন??

আল্লাহর কসম আমি আপনাদের জন্য সেই কালো গরুর মত যার উদাহরণ ইমাম আনোয়ার আল আউলাকি (রাহিঃ)দিয়েছিলেন। আপনারা তো এই ভয়েই আমাকে আপনাদের (নিরাপদ !!)ঘরে আশ্রয় দেন নি যাতে করে কোন ঝামেলায় না পড়ে যান। আফসোস আপনারা কি এটা কখনো চিন্তা করেছেন আমাকে যদি তাগুতের বাহিনী সেদিন/ কোন দিন গ্রেফতার করে তাহলে আপনাদের কি হবে??

আপনারা যা ভয় করেন তাই হবে (আল্লাহ্* না করুন)।

আমি আমার সকল দায়ী ভাইদের বলতে চাই আপনারা কখনো এটা ভাববেন না যে আল্লাহ্* আপনাকে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বুঝার তৌফিক দিয়েছেন তার পরীক্ষা নিবেন না। আল্লাহ্* আসমান থেকে নিচে নেমে এসে আপনাকে কোন খাতা / কলম দিয়ে বলবেন না যে এইবার তুমি তাওহিদের প্রকারভেদ লিখ এটা তোমার পরীক্ষা।

আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার পরীক্ষা নিবেন বিভিন্ন হালতের মাঝ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে, আল্লাহ্* আপনাকে পরীক্ষা করবেন আম্মার (রাজিঃ) এর মত করে। যার সামনে তার মাকে শহীদ করা হয়েছে, আল্লাহ্* আপনার পরীক্ষা নিবেন আবু সালামা (রাজিঃ) এর মত করে যার থেকে তার স্ত্রী আর বাচ্চাকে আলাদা করে দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ্* আপনার পরীক্ষা নিবেন খুবাইব, খাব্বাব আর বেলাল (রাজিঃ) এর মত, আল্লাহ্* আপনার পরীক্ষা নিবেন সুহাইব রুমি (রাজিঃ) এর মত করে যিনি হিজরত করে সকল সম্পত্তি কুরাইশদেরকে দিয়ে দেন, আল্লাহ্* আপনার পরীক্ষা নিবেন আবু আইয়ুব আনসারী (রাজিঃ) এর মত করে।।।

আল্লাহর কসম আল্লাহ্* দেখে নিবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।

যদি নিজের বাবা-মাকে নিজের চোখের সামনে শহীদ হতে দেখতে,নিজের স্ত্রীকে অস্মমানিত হতে দেখতে, সন্তানকে এতিম অবস্থায় দেখতে, নিজে সন্তানহারা হতে রাজি থাকেন তবেই এই জিহাদি কাফেলায় আপনায় স্বাগতম, নয়তো আপনার মত দুধের মাছির কোন দরকার আমার রব আল্লাহর নাই। আমার রব অবশ্যই তাদেরকেই কবুল করবেন যারা আমার মওলার সাথে সত্যবাদী।

সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ), তারা সাহাবা (রাজিঃ), এবং তাদের প্রতি যারা হেদায়েতে

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৩৩৭

ইয়ামান দেশ রাসূল (সাঃ) এর ভালবাসার দেশ

banglar omor

Senior Member

০৮-২৬-২০১৬

‘‘ইয়ামানকে’’ আমি যে কারণে ভালোবাসি, কিন্তু আপনি কেন বঞ্চিত হবেন? ❀ আমাদের অনেকেই আজ আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ও ভারত ইত্যাদি রাষ্টের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে আছে। অথচ রাসূল (সা.) এর হাদীস দ্বারা যেই সব রাষ্টের ভালোবাসার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার থেকে আমরা বে-খবর। তাই আজ এমন একটি রাষ্ট তথা ইয়ামানকে নিয়ে আলোচনা করা হবে....

✔রাসূল (সা.) যেই হাদীস দ্বারা ইয়ামানকে ভালোবাসার প্রতি ইংঙ্গিত দিয়েছেন....✔

❖ ০১ নং হাদীস-

صحيح البخاري (5/ 173)

- 4388حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالفَخْرُ وَالخُيَلاَءُ فِي أَصْحَابِ الإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ«

অর্থ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তারা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী। ঈমান হলো ইয়ামানীদের, হিকমত হলো ইয়ামানীদের। আন্তরিকতা ও অহংকার রয়েছে উট-ওয়ালাদের মধ্যে, বকরী পালকদের মধ্যে আছে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য। বুখারী-৫/১৭৩, হাদীস-৪৩৮৮।

✏ প্রিয় পাঠক! দেখুন, উক্ত হাদীসের মাঝে রাসূল (সা.) ইয়ামানবাসীদের ঈমান ও হিকমাত এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেছেন, আমাদেরকেও তাদের প্রতি আন্তরিক হওয়া উচিৎ...।

❖ ০২ নং হাদীস-

صحيح البخاري (5/ 174)

- 4390حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ» :أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الفِقْهُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ«

অর্থ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামনবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তারা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আর মনের দিক থেকে অত্যন্ত দয়াদ্র। ফিকহ হলো ইয়ামানীদের আর হিকমাত হলো ইয়ামানীদের। বুখারী-৫/১৭৪, হাদীস-৪৩৯০।

✏ প্রিয় পাঠক! দেখুন উক্ত হাদীসের মাঝেও রাসূল (সা.) ইয়ামানবাসীদের ঈমান, হিকমাত, ফিকহ ও তাদের মনোভাবের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তাই আমাদেরকেও তাদের ভালোবাসায় মেতে উঠে রাসূল (সা.) সাজে সজ্জিত হওয়া উচিৎ..।

❖ ০৩ নং হাদীস-

صحيح البخاري (8/ 131)

- 6642حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَمَانٍ، إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ» قَالُوا: بَلَى، قَالَ:

«فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ»

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা.) এক সময় ইয়ামানী চামড়ার কোন এক তাঁবুতে তার পৃষ্ঠ মোবারক হেলান দিয়ে ছিলেন। তখন তিনি তার সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা বেহেশতিদের এক চ-তুর্থাংশ হবে, এতে কি তোমরা খুশি আছো? তারা বললেন হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমরা বেহেশতিদের এক তৃ-তীয়াংশ হবে, এতে কি তোমরা খুশি নও! তারা বললেন হ্যাঁ। তিনি বললেন : কসম ঐ মহান সত্ত্বার, যার হাতে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাণ! নিশ্চয় আমি কামনা করি তোমরা বেহেশতিদের অর্ধেক হবে। বুখারী-৮/১৩১, হাদীস-৬৬৪২।

✏ প্রিয় পাঠক ! প্রিয় নবী (সা.) এর ইয়ামানের প্রতি এতো ভালোসাবা ছিল যে, নিজের হেলান দেয়ার তাঁবুটিও ইয়ামনী চামড়া দ্বারা তৈরীকৃত তাঁবু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটিও কি ইয়ামান এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ নয়? আমাদেরকেও ইয়ামান এর প্রতি এমন ভালোবাসা থাকা আবশ্যক....।

❖ ০৪ নং হাদীস-

صحيح البخاري (8/ 119)

- 6580حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ اليَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ»

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : আমার হাউযের পরিমাণ হলো ইয়ামনের ‘আয়লা’ ও ‘সানআ’ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান। আর তার পানপাত্র সমূহ আকাশের তারাকারাজির সংখ্যাতুল্য। বুখারী-৮/১১৯, হাদীস-৬৫৮০।

✏ প্রিয় পাঠক! মহান আল্লাহর আখেরাতে বড় নেয়ামত তথা হাউযে কাওসারের সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়েও প্রিয় নবীজি (সা.) ইয়ামান এর কথা ভুলেননি। তাহলে আমাদের কি করা উচিৎ...?

❖ ০৫ নং হাদীস-

صحيح مسلم (1/ 109)

(117) - 185حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ - قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ"

অর্থ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ (কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) ইয়ামান দেশের দিক থেকে এক মৃদু বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা হবে রেশমের চেয়েও মোলায়েম। আবু আলকামার বর্ণনা অনুযায়ী যার অন্তরে শস্য বীজের পরিমান, আর আব্দুল আযীয এর বর্ণনা অনুযায়ী যার অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান থাকবে, এই বায়ু এমন কোন ব্যক্তিকে ছেড়ে দিবে না। বরং তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দিবে। মুসলিম-১/১০৯, হাদীস-১১৭।

✏ প্রিয় পাঠক! কিয়ামাতের পূর্বে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ যেই রহমতের বাতাস এর মাধ্যমে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, তাও ইয়ামান থেকে প্রবাহিত হবে.. সর্বোপরি এটি ইয়ামান এর প্রতি মহান আল্লাহ এক ধরনের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ... আমাদেরকেও তাদের প্রতি ভালোবাসায় মুগ্ধ হওয়া উচিৎ....।

❖ ০৬ নং হাদীস-

صحيح مسلم (4/ 1968)

(2542) - 223حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ

অর্থ : উসাইর ইবনে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। কুফার একটি প্রতিনিধিদল উমর (রা.) এর কাছে আসে। প্রতিনিধিদলে এক ব্যক্তি ছিলো, যে উয়াইসকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে 'কারান' এলাকার কোন লোক আছে কি? ঐ লোকটি উঠে আসল। উমর (রা.) বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ইয়ামান থেকে উয়াইস নামে এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। ইয়ামানে তার মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। তার কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। সে আল্লাহর কাছে দোয়া করল। তিনি তার দেহ থেকে কুষ্ঠ রোগ দূর করে দিলেন। কিন্তু একটি দীনার অথবা দিরহাম পরিমাণ জায়গা আরোগ্য হয়নি। তোমাদের যে কেউ তার সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন তাকে দিয়ে তোমাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করিয়ে নেয়। সহীহ মুসলিম-৪/১৯৬৮, হাদীস-২৫৪২।

✏ প্রিয় পাঠক! উক্ত হাদীস দ্বারাও ইয়ামান এর গুরুত্ব ও মহত্ত্য বুঝা যায়। কেননা ইয়ামান এর একজন অধিবাসী ''উয়াইস কারানী'' (রহ.)। রাসূল (সা.) তার প্রিয় সাহাবীদেরকে তার (উয়াইস কারানী) মাধ্যমে মহান আল্লাহ থেকে ক্ষমা নেয়ার ওসিয়ত করেছেন! তাহলে বলুন! ইয়ামান এর এই অধিবাসী কতই না সৌভাগ্যবান..মহান আল্লাহও আমাদেরকে ইয়ামানকে ভালোবাসার মাধ্যমে এমন সৌভাগ্যবান হওয়ার তাওফীক দান করুন।

❖ ০৭ নং হাদীস-

صحيح البخاري (২/ ৩৩)

- 1037حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ«

অর্থ : হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামে (সিরিয়া) ও ইয়ামানে বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। নবী (সা.) বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের শামদেশে ও ইয়ামানে বরকত দান করুন। লোকেরা তখন বলল, আমাদের নজদেও। রাবী বলেন, নবী (সা.) তখন বললেন : সেখানে তো রয়েছে ভুমিকম্প ও ফিৎনা-ফাসাদ আর শয়তানের শিং সেখান থেকেই বের হবে। বুখারী-২/৩৩, হাদীস-১০৩৭।

✏ প্রিয় পাঠক ! রাসূল (সা.) নিজ মুখে যেই রাষ্টের মাঝে বরকতের দোয়া করেছেন, তাহলে ঐ রাষ্ট কতই না সৌভাগ্যবান হতে পারে? তাই আমরাও তাকে ভালোবাসার মাধ্যমে তার সৌভাগ্যের কিছু অংশ অর্জন করার চেষ্টা করি।

❖ ০৮ নং হাদীস-

صحيح البخاري (২/ ৭৫)

- 1264حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ، سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ«

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তিনটি ইয়ামানী সাহুলী সাদা সূতী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না। বুখারী-২/৭৫, হাদীস-১২৬৪।

✏ প্রিয় পাঠক! সর্বোপরি রাসূল (সা.) কে দুনিয়া থেকে বিদায় দেয়ার মুহূর্তের পোষাকও ছিল ইয়ামানের। তাহলে, প্রিয় নবীজির ইয়ামান এর প্রতি ভালোবাসার আর কী নির্দশন এর সন্ধানে আপনি নিমজ্জিত???

এ জমানার মুজাদ্দিদ ওসামা বিন লাদেন(রঃ)এর দেশ ছিল ইয়ামান।আল কায়দার হেড কোয়াটারও ইয়ামানে।

আল্লাহ আমাদেরকে ইয়ামানকে ভালবাসার তৌফিক দান করুন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪২৮৭

অতএব সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের - ভাইদেরকে পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

রক্তাক্ত চাপাতি

Senior Member

০৯-০৫-২০১৬

শুরু করছি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহিমান্বিত আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

সর্বাধিক তারিফ একমাত্র সেই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য যিনি সর্বশক্তির আধার।তিনিই সেই পবিত্র সত্তা যিনি এক ও অদ্বিতীয়।আর ইয়াহুদি কাফের মুসরিকেরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে ও করে তা থেকে তিনি মহাপবিত্র।বস্তুত তিনিই হলেন মুমিন মুজাহিদিন্দের একমাত্র হেফাজতকারি সাহায্যকারি আর উত্তম অভিভাবক।মহান রব বলেন –

"যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।"

অসংখ্য ও অগণিত দুরুদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের চক্ষু শীতলকারী রহমাতুল্লিলআলামিন সাইয়েদুল মুরসালিন সাইয়েদুল মুজাহিদিন মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর। যিনি বলেন –

"ইমানদার ব্যক্তির উদাহরণ শস্যের নরম ডগার ন্যায়, বাতাস যে দিকেই বয়ে চলে, সেদিকেই তার পত্র-পল্লব ঝুঁকে পড়ে। বাতাস যখন থেমে যায়, সেও স্থির হয়ে দাঁড়ায়। ইমানদারগণ বালা-মুসিবত দ্বারা এভাবেই পরীক্ষিত হন। কাফেরদের উদাহরণ দেবদারু (শক্ত পাইন) বৃক্ষের ন্যায়, যা একেবারেই কঠিন ও সোজা হয়।

আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, তা মূলসহ উপড়ে ফেলেন।"

আমার চক্ষু শীতলকারী সাইয়েদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ (স) আরও বলেন –

"জেনে রেখ, সমস্ত মানুষ জড়ো হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায়, কোনও উপকার করতে পারবে না, তবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আবার তারা সকলে মিলে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, তবে যততুটু আল্লাহ তোমার কপালে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, কিতাব শুকিয়ে গেছে।"

হে আমার প্রিয় ও সম্মানিত ভাইয়েরা

যুদ্ধ,সেতো পাহাড়সম ধৈর্যের এক অগ্নিপরীক্ষা।

এটি এমনই এক পথ যে পথে ছাড়তে হবে স্বীয় পরিবার মাতা-পিতা স্ত্রি সন্তান-সন্ততি।এমনকি ছাড়তে হবে প্রিয় আবাসভুমি।ছাড়তে হবে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও যশ-ক্ষেতি।এখানে বিলিন ও ধ্বংস হয়ে যাবে নিজের সর্বস্ব।এখানে ক্ষণে ক্ষণে দেখতে হবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তান ও প্রিয় মুজাহিদ সাথি ভাইদের ও মুসলিম মা-বাবা,ভাই-বোনদের শহীদি লাশ যা আমাদের করে তুলবে রিদয়ভারাক্রান্ত এবং তিব্র প্রতিশোধমুখী,এখানে সরু ও সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে সুপ্রশস্থ পথগুলি,এ পথ এমনি এক পথ যেখানে ভরা যৌবনপ্রাপ্ত হওয়া সত্তেও তিব্র অপ্রতিরোধ্যমুখি থাকা সত্তেও মাঝে মাঝে সুস্থ দেহ নিশ্চল হয়ে পরবে।জ্যৈষ্ঠের খড়রদ্রের প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যে উত্তপ্ত গিরিপথ গুলি চলতে চলতে স্বীয় পদযুগল ফেটে চৌচির ও নিশ্চল হয়ে পড়বে, যেভাবে ফেটে চৌচির হয়ে যায় আবাদি জমিগুলো। তিব্র পানির পিপাসা আর ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিষ্প্রাণ হয়ে পরবে দেহগুলি।এ পথে থাকবে তিব্র ভয় তাগুত করতিক আক্রমণের। এখানে মনের মধ্যে বিরাজ করতে থাকবে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক, তাগুত করতিক গ্রেফতারের.....আর অমানবিক রিমান্ডের.....

তবে যারা ধৈর্য্যধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।(হুদ-১১)

হে আমার হৃদয় প্রশান্তকারি প্রিয় ভাইয়েরা...

বলুন, দুনিয়ার বুকে এমন কোন জাতি আগত হয়েছে যারা তাদের পরওয়ারদেগার প্রদত্ত পরিক্ষায় পাশ করা বেতিতই বীরেরবেশে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে??বলুন, মুসলিমদের কোন সেই বিজয়দীপ্ত ইতিহাস যেখানে দেহের তপ্ত রক্ত প্রবাহিত , দুনিয়ার সব কিছুর মায়া ত্যাগ, জান-মালের সর্বোচ্চ কুরবানি , লৌহ মানবের মত দিঢ় ও অবিচল আর পাহাড়সম ধৈর্যের সাক্ষ্য বহন করে না??বলুন,বিগত হয়েছে কি এমন কোন মুসলিম জাতি যাদের উপর আবর্তিত হয়নি তাদের রব করতিক কঠিন পরিক্ষা?বিপদ আর বালা-মুসিবত??

হে ভাই, আমাদের রব তো আমাদের বিপদ,বালা-মুসিবাত দেন শুধু মাত্র আমাদের পরিক্ষার জন্য যাতে করে তিনি চিনে নিতে পারেন প্রকৃত ইমানদারদের এবং তিনি এ সকল পরিক্ষার মাধ্যমে ইমানদারদের পাকসাফ করেন সেইভাবে,যেভাবে কোন স্বর্ণ বা মূল্যবান ধাতব খনি থেকে উদ্ধার করে রিফাইন করা হয় মূল্যবান করার জন্য।দেখুন তিনি সুবহানাহুওয়াতাআলা কতো স্পষ্ট করে বলেছেন –

“তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান।(আলে ইমরান ১৪০-১৪১)”

হে ভাই,আমাদের এহেন কঠিন পরিস্থিতি বা আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষার সময় আপনি স্মরণ করুন আইয়ুব (আ) এর উপর আবর্তিত কঠিন পরীক্ষার ঘটনা।আর তার অবস্থা দেখুন মহান রব-ই বলেন-

আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।(ছয়াদ ৪৪)

আর সাইয়েদেনা ইব্রাহিম (আ) এর জীবন মানেই এক মর্মান্তিক পরিক্ষার জীবন । জীবনের কোন স্তরে তিনি পরিক্ষার সম্মুখীন হয়নি বলতে পারেন ভাই।কি কঠিন থেকে কঠিনতর জীবন ছিল ওনার।জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্তা করার মর্মান্তিক শাস্তি হাসিমুখে বরণ করে নেওয়া এবং এক আল্লাহর উপর-ই ভরসা করা ও সাহায্য চাওয়ার এক অতুলনীয় পরিক্ষা ,কেনানে পরিক্ষার সম্মুখিন হন

দুর্ভিক্ষের ,সেখান থেকে হিজরত করে যান মিশরে ,সেখানে লম্পট ফেরাউন করতিক প্রিয় স্ত্রি সারাকে কে অপহরহের চেষ্টা , স্ত্রি হাযেরা ও শিশু পুত্র ইসমাইল কে জনমানবহীন মরুভূমিতে নির্বাসন,প্রায় ৮০ বছর বয়সে খাৎনার আদেশ, চক্ষু শীতলকারি হৃদয়কে প্রশান্তকারি সবচেয়ে প্রিয় বস্তু মাত্র ১৩/১৪ বছর বয়সের প্রিয় পুত্রকে কুরবানির আদেশ।এছাড়াও তার পুরো জিন্দেগিই ছোট – বড় পরীক্ষায় ভরপুর।আর আর এ কারনেই আল্লাহ তাকে মর্যাদা দিয়েছেন বিশ্বের বুকে।আল্লাহ বলেন-

যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।(আল বাকারা ১২৪)

আর সাইয়েদুল মুরসালিন খাতামুন নাবিইয়িন আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (স) এর সীমাহীন বালা-মুসিবত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ পরীক্ষিয় জীবন সম্পর্কে নিশ্চয়ই সবাই কম-বেশি ওয়াকিবহাল। তাই আমি শুধু আমার একমাত্র আদর্শ নবি(স) এর হুনাইন এর মর্মান্তিক ঘটনাকেই স্মরণ করছি। যখন মুসলিমেরা চার পাশ থেকে সরে গিয়েছিল, শোকের ছায়া নেমে এসেছিল ময়দানে।হঠাৎ যেন সবকিছু কি থেকে কি হয়ে গেল । তখন কি করেছিল আমাদের বীর বাহাদুর নবী?ময়দান থেকে পিছু হঠে ছিলেন?শক্তিহীনতার অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে কি গিয়েছিলেন?

ওহে জীবন বাঁচান ফরয ফতোয়া দিয়ে যারা ঘরে বসে থাক, তোমাদের নবী (স) কি বুঝেন নাই তাঁর জীবনের মূল্য?

অহে দ্বীনের দায়ীগণ, যারা বল ,আমরা মরে গেলে দ্বীনের দাওয়াত কে দিবে? তাহলে তো দ্বীন শেষ হয়ে যাবে । শুনো তাহলে রাসুল (স) এর কথিত আশেকেরা ,তিনি (স) কি বুঝেন নাই যে তিনি মারা গেলে দুনিয়া থেকে দ্বীন বিদায় নিবে? বরং তিনি তরবারি হাতে নিয়ে ময়দানেই থাকলেন আর নিজের চিরসত্য নবুওাতের সত্যতার সাক্ষ্য দিলেন।এই কঠিন মর্মান্তিক পরিস্থিতে , জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার এক সম্ভাবনাময়য় অবস্থাতেও সকল ভয়-ভীতি কে প্রত্যাখ্যান করে ময়দান হতে পিছু না হটে ময়দানেই থাকলেন এবং বলতে

থাকলেন - আমি সত্য নবি , আমি মিথ্যা নবি নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান "

ওহে বঙ্গবাহাদুর বীরেরা ,

অনুপ্রানিত হও তোমাদের চক্ষু শীতলকারী নেতা রাসুল(স) এর বাহাদুরিতায় ভরপুর সিরাত থেকে।

ভুলে গেছেন বিলাল ইবনে রাবাহকে (রা) রিমান্ডে উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে প্রহারের কথা!!ভুলে গেছেন খাব্বাব ইবনে আরতের (রা) উপর সেই রিমান্ড অত্যাচার! অধিকাংশ সময় তাঁকে নগ্নদেহে তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে রখা হতো। যার ফলে তার কোমরের গোশত গলে পড়ে গিয়েছিল। লোহা গরম করে তাঁর মাথায় দাগ দেয়া হতো। উমার (রাঃ) একদিন তাঁর উপর নির্যাতনের বিস্তৃত বিবরণ জানতে চাইলেন। খাব্বাব (রাঃ) তখন বললেন, "আমার কোমর দেখুন।'' উমার (রাঃ) কোমর দেখে আঁৎকে উঠে বললেন, ''এমন কোমর তো কথোও দেখিনি?'' উত্তরে খাব্বাব (রাঃ) খলীফাকে জানালেন, ''আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে চেপে ধরে রাখা হতো, ফলে আমার চর্বি ও রক্তে আগুন নিভে যেত।'' আল্লাহু আকবার!

:সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত, ইয়াসির ইবনে আমর, আম্মার ইবনে ইয়াসিরের (রা.) স্মৃতি কি আপনি ভুলে গেছেন!! আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল, আব্দুল্লাহ ইবনে সুহাইলের (রা) বন্দিদশার কথা কি মনে পরে না! খুবাইবের (রা.) ফাসি কি আপনার শিহরণ জাগায় না!!(collected)

ইমাম আবু হানিফা, আহমাদ বিন হাম্বাল, তারিক বিন জিয়াদ , ইবন তাইমিয়া , সাইয়েদ কুতুব শহিদ, শাইখুল হিন্দ (রহ.) প্রমুখদের কারাবন্দী জীবন কি আমাদের অনুপ্রাণিত করে না !!!

মনে কি পড়েনা ইবন তাইমিয়া (র) এর সেই বিখ্যাত বানী ???

" আমার শত্রুরা আমার কি করতে পারে? আমার জান্নাত হচ্ছে আমার হৃদয়ে এবং তা আমাকে ছেড়ে যায়না । কারাগার জীবন হচ্ছে আল্লাহর সাথে আমার একান্ত সাক্ষাত , আমার মৃত্যু হচ্ছে শাহাদাহ আর নির্বাসন হচ্ছে আমার পর্যটন "

ভুলে কি গেলেন সাইয়েদ কুতুব শহিদ (র) এর ফাঁসির কাস্টে ঝুলার পূর্ব মুহূর্তের সেই বিখ্যাত উক্তি ???

"তুমিও শেষ পর্যন্ত নাটকের ষোল কলা পূর্ণ করতে এলে ? তুমিও? তুমি এই কালিমা দিয়ে জীবিকা উপার্জন কর আর আমি এর জন্য ফাঁসিতে ঝুলতে যাচ্ছি "

হে ভাই , এটা কি করে সম্ভব যে তাদের মতো ইমানি সাক্ষ্য বহন করা বেতিতই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ও দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিজয় পেয়ে যাবো !!যাদের সম্পর্কে আমাদের পালনকর্তা বলেন –

যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী।(আলে ইমরান ১৭৩)

হে সম্মানিত ও বিজয়দীপ্ত উম্মাহ,

সুসংবাদ গ্রহন করুন সম্মানিত শামের প্রতিনিয়ত চক্ষু শিতলকারী সব বিজয়ের, সুসংবাদ গ্রহন করুন রাসুল (স) এর ভবিষ্যৎবানীকৃত খোরাসানের কাল পতাকাবাহী দলের ধারাবাহিক সাফল্লের। শামে খিলাফতে আলা মিনহাজিন নবুওয়া কায়েম এর লক্ষে মুজাহিদগণ চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে । আফগানের সমগ্র ভূমিতে আল্লাহর শরিয়াহ কায়েম যেন সময়ের ব্যাপার মাত্র । হে ভাইয়েরা বলুন , সেখানকার ভাইদের এ হৃদয় প্রশান্তকারী বিজয় ও সাফল্য কি এমনিতেই এসেছে? কি হয়নি শামে!! সিরিয়ার নদীগুলো যেন রুপ নিয়েছে ব্লাড ব্যাংক এ , যেন মনে হচ্ছিলো দুনিয়ার কাফেরগোষ্ঠী মুসলিমদের তাজা রক্তগুলি জমা করছে সিরিয়ার নদিগুলতে, ভুমি গুলো পরিণত হয়েছিল এক গণকবরস্থানে । বাড়িঘর গুলির তো কোন চিহ্ন বা অস্তিত্বই রাখেনি।

আর খোরাসান এর ভাইদের পরিক্ষার দৃষ্টান্ত তো সকলেরই সামনে ।আফগানের জীবন্ত পাহাড়গুলি যেন তালেবানদের মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল । এর পরেও তারা দিঢ় পদ থেকে ধৈর্যের এর উপমা তৈরি করে সর্বশক্তিমান রব এর পক্ষ থেকে আজ মিষ্টি ফল ভোগ করছে । তাহলে হে ভাই বলুন,পরীক্ষা ছাড়া কি কখনো ফল আশা করা যায় ?পাশ করা বেতিতই কি আনন্দিত হওয়া যায় ??

আজ বাংলার জমিনে আল্লাহর মদদে যখন আনসার আল ইসলাম (আল কায়দা উপমহাদেশ) তার দুর্ধর্ষ ও মুমিনদের আত্মা প্রশান্তকারি সব সফল অভিযানের মাধ্যমে এদেশের মুসলিমদের মনে জায়গা করে নিয়েছে , যখন বাংলার আকাশ-বাতাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল আনসার আল ইসলামের স্তুতি , যখন চায়ের আড্ডায় বা কফি হাউসে , শপিং মলে কিংবা মার্কেটে, যখন কলেজ-ভার্সিটির সবুজ ক্যাম্পাসে অথবা মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে সত্যানুসন্ধানি ছাত্রদের জবানেতে প্রশংসার সাথে জায়গা করে নিয়েছিল আনসার আল ইসলাম । ঠিক তখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহ চাইলেন পরিক্ষা নিতে যাতে করে তিনি ধৈর্যশীলদের চিনে নিতে পারেন ।

তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।(আলে ইমরান ১৪২)

এবং বুঝিয়ে দিলেন , তোমরাও কস্মিনকালেও বিজয়ী হতে পারবেননা তোমাদের পালনকর্তা প্রদত্ত পরিক্ষার সম্মুখিন হওয়া ছাড়া যেমনি ভাবে হয়েছেন পূর্ববর্তীগণ। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন –

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।(আল বাকারা ২১৪)

হে ভাই প্রিয় ভাই আমার

এটি তো যুদ্ধের-ই একটি স্বাভাবিক নিয়ন যে যেকোনো সময়ে যেকোনো দলই আহত-নিহত , ধরপাকড় , বিপদ-আপদ, শোক –বেদনা ,আহাজারি-রোনাজারি ইত্যাদির সম্মুখীন হতে পারে । কিন্তু আমাদের তো হারানোর কিছু নাই ,আমাদের প্রতিদান তো আমাদের রবের-ই কাছে । কাফেরদের তো কোন প্রতিদান নাই। বস্তত আমাদের রব তো আমাদের পুত-পবিত্র করার জন্যই আমাদের সাময়িক বিপদ-আপদ দেন।

আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান।(আলে ইমরান ১৪০-১৪১)

ওহে বাংলার সিংহ শাবকেরা !!

তোমাদের হতাশা ,দুঃখ-দুর্দশা সব ভুলে যেতে , শিরা উপশিরায় নতুন করে উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় জোয়ার আনতে, দুঃসাহসিকতায় বক্ষকে প্রশস্থ করতে , পদযুগলকে পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ় ও অটল রাখতে , শোককে লৌহের ন্যায় শক্তিতে পরিণত করতে , গ্রেফতার ও রিমান্ডের ডর-ভয় কে চূড়ান্ত জয়ে রুপান্তর করতে আমাদের একমাত্র অভিভাবক মহাশক্তিধর রবের নিম্নোক্ত বানীটি কি যথেস্থ নয় !!!

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে,তোমরাই জয়ী হবে।(আলে ইমরান ১৩৯)

হে বাংলার বীর মুজাহিদিন ভাইয়েরা

তোমাদের তারুন্নে উদ্যমতার ঢেউ , শরীরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও ক্লান্তিহীনতা, পাহাড়সম বাধা থাকা সত্তেও জয়ের এক অদম্য মানসিকতা,মনোবল কে সর্বোচ্চ স্থানে নিয়ে যাওয়া , নীরবতার অন্তরালে থেকে বাহুতে শক্তি সঞ্চয় করা ,নতুন করে ভরা যৌবন সাগরে উত্তাল ঢেউ নিয়ে আসার জন্য কি যথেস্ট নয় আমার করুনাময় মনিবের এই বার্তা!!

আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।(আলে ইমরান ১৪৬)

হে সম্মানিত ভাইয়েরা

বিগত দিনগুলোর তুলনায় কাশ্মীরের অবস্থা ভয়াবহ। অপরদিকে ইয়াহুদির বাচ্চা ইয়াহুদিরা তাদের উগ্রতা প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি করেছে । এই কিছুদিন আগে ৩০০ ইয়াহুদি তাদের নাপাক পা ফেলেছে পবিত্র আল-কুদসে। সিরিয়ায় কুফুরি মিল্লাত মুজাহিদিন্দের সাথে পেরে না উঠে কাপুরুষের ন্যায় রাসায়নিক বোমার মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের পাইকারিভাবে হত্যা করছে। আমাদের এ অঞ্চলের অবস্থা তো

সকলেরই জানা আছে ।সুতরাং হে ভাইয়েরা , ভয়ের কোন কারন নেই, তিব্র অত্যাচার আর নির্যাতনের অন্তরালে বিজয়ের ঘ্রাণ আস্বাদন করুন , কেননা ইতিহাস সাক্ষী , শত্রুর প্রচুর উত্থানই তাদের পতন হয়ে দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ্* । ভুলে যাবেন না , রাত যত গভীর হয় সুবহে সাদিক ততোটাই ঘনিয়ে আসে ।।

আজ শামে যদি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার রক্তক্ষরণ ও প্রসব বেদনা চলে থাকে , আফগানের সমগ্র ভূমিতে শরিয়াহ কায়েম যদি সময়ের ব্যাপার মাত্র হয়ে থাকে, তাহলে শুনুন হে ভাইয়েরা আমি বলছি গাজওয়ায়ে হিন্দের চূড়ান্ত মহাযুদ্ধ আমাদের দরজায় এসে কড়া নাড়ছে ইনশাআল্লাহ্*।

সুতরাং সাময়িক নিরবতার অন্তরালে হে প্রিয় ভাইয়েরা

প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকেআর, যেন; আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি হয়, আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে ; আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।

আর

হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।(আলে ইমরান ২০০)

ওই এদেশের আমেরিকা ও ভারতের ভৃত্য সরকারের কাপুরুষ তাগুত গোষ্ঠী

তোরা যদি আমাদের সাময়িক নিরবতায় মনে করিস আমরা পালিয়েছি ,আমাদের শক্তি খর্ব হয়ে গিয়েছে ,তাহলে এ চিন্তা শুধু তোদের দুর্ভাগ্যই ডেকে আনবে বৈ কিছু নয় কেননা আমাদের শক্তি তো আমাদের অভিভাবক আল্লাহ্*র-ই থেকে আর যিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী এবং মহাশক্তিধর। শুনে রাখ হে মূর্খের দল আমরা পালিয়ে যেতে শিখি নাই,পরাজয় কি জিনিস আমরা জানি না কেননা আমাদের বাচা-মরা সবই তো সৌভাগ্যের বিষয় । আর এতে আমরা আমাদের

একমাত্র অভিবাবক করুনাময় আল্লাহর কাছে বিনিময় কামনা করি । আর তোরা তো হচ্ছিস এতিম, অসহায়। আর অভিভাবকহীন।

ওই শোন , দুনিয়ার বুকে এমন কোন বেক্তি জন্ম নেয়নি, এমন কোন সন্তান তার মায়ের দুধ পান করেনি যে মুসলিমদের পরাজিত করবে,মুসলিম দের উপর কর্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। বদর ,অহুদ, খায়বার আর হুনাইনের ইতিহাস কি তোরা জানিস না , রোম ও খাওয়ারিজদের ধ্বংস কি তোদের অজানা?তাতারিদের সাথে ওলামাদের যুদ্ধ ও বালাকটের ময়দান কি তোরা প্রত্যক্ষ করিস নি?

খালেদ বিন ওয়ালিদ ,তারিক বিন জিয়াদ , সালাউদ্দিন আইয়ুবি, বক্তিয়ার খিলজি , হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি,কাছেম নানুতবি , সৈয়দ আহম্মদ শাহ্* (র) প্রমুখ বীর বাহাদুরদের গৌরবদীপ্ত বিজয়ী ইতিহাস কি তোদের অজানা ??

ওই তোরা কি দেখিস নি এই জামানার খালিদ বিন ওয়ালিদের উত্তরসূরি শেইখ ওসামা বিন লাদিন (র) কে ? যার ভয়ে পুরো কাফের দুনিয়া থর থর করে কাঁপত। যার চেহারা দেখলে তোদের স্বঘোষিত খোদা ওবামার কালিজা শুকিয়ে মরুভুমিতে পরিনত হতো। আমেরিকার ছোট ছোট বাচ্চারা যখন খেলত ,তখন তারা একজন আরেকজনকে ভয় দেখানর জন্য বলতো “ওই লাদেন এল,লাদেন এল”। দুনিয়ার একপ্রান্তে থেকে আল্লাহর এ সিংহ যদি কোন বার্তা পাঠাতো আর দুনিয়ার অনপ্রান্তের সকল কুফুরি মিল্লাত নিরাপত্তার সরবচ্চো বেষ্টনীতে থাকার পরও ভয়ে নিস্তেজ হয়ে যেত । ওই কাপুরুষের দল,তোরাই বল, ওবামার সমগ্র প্রেসিডেন্ট জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য কি ?? তা হল ওসামাকে হত্যা । আর যাকে হত্যা করতে লেগেছে দীর্ঘ ১১ বছর। আল্লাহর এক সিংহ কে হত্যা করা যদি হয় দুনিয়ার কথিত সবচেয়ে শক্তিধর প্রেসিডেন্ট এর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য ,আর যাকে হত্যা করতে লেগেছে ১১ বছর , তাহলে ওই আল্লাহর দুশমনেরা একটু ভাব তোদের অবস্থা কি হবে?যখন দুনিয়ার প্রতিটি কোণায় কোণায় আল্লাহ ওসামা তৈরি করে দিয়েছেন । পেরেছিস কি ওসামাকে হত্যা করে কিছু করতে? বরং ওসামা (র) এর দেহের তাজা-উত্তপ্ত রক্ত ময়দান গুলোকে উর্বর-ই করেছে যেভাবে জৈব সার পেয়ে অনুরবর ভূমিগুলো উর্বর হতে থাকে।

শোন তোদের কথিত প্রভুদের কথা

আমি এটা ভাবি না যে , তাঁর মৃত্যুর ঘটনা আমাদের স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রচুর নিরাপদ করে দিয়েছে । এটাই আমার কথা। আমার অপর অভিযোগ হচ্ছে যে, এর জন্য অনেক অনেক মূল্য দিতে হয়েছে , এর জন্য লেগেছে ১০ টি বছর, ২ অথবা ৩ টি দেশে আক্রমণ করতে হয়েছে , অনেক মানুষকে হত্যা করতে হয়েছে , পাঁচ হাজারেরও বেশি আমেরিকানদের জীবন দিতে হয়েছে , ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছে.....এক বেক্তির ছায়ার পিছনে ছুটতে?[.....] আমি ভাবি দুনিয়াবেপি অনেক নিরপরাদ মুসলিমদের হত্যার মাধ্যমে আমরা ভয়াবহ বিপদ সংকুল অবস্থায় আছি, কারন আমরা প্রচুর অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন করেছি নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার সময় হতে। সমস্ত ইরাকে স্বার্থ হাসিলের জন্য বম্বিং করা হয়েছিলো ৯/১১ এর ছুতোয়। সুতরাং, আমি বলতে চাই এইসব আমরা যত কম করতাম, ততো কম বিপদে আমরা থাকতাম।[Rep. Ron paul ,সিএনএন এর এন্ডারসন কুপার ৩৬০ এ]

কার ব্যাপারে আমাদের সবচেয়ে ভীত হওয়া উচিত ? এটা আফগানিস্তান , ইরাক, পাকিস্তান ,ইয়েমেন নাকি সোমালিয়া ? সবার এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে , আমি ভীত । আমার মতে এটা একটা সংগ্রাম , এটা বহু ব্যাপক রূপ লাভ করেছে । এক হচ্ছে নিরাপত্তার দিক , কিন্তু অপর দিক হচ্ছে এর বৃত্তান্ত , এর মতাদর্শ যা বিন লাদিনের মত লোকেরা উপস্থাপন করেছে , কারন আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই মতাদর্শের চরমপন্থায় জড়িত যারা এর প্রস্তাবনাকারি , তার চেয়ে বেশি রয়েছে এর বিশাল বিস্তৃত সমর্থক । [টনি ব্লেয়ার , সিএনএন এর এন্ডারসন কুপার ৩৬০ এ]

ওই বাংলার তাগুত গোষ্ঠী,তোরা যাদের থেকে নিরাপত্তার আশা করিস , তোদের সেই কথিত খোদাদের অবস্থা যদি এই হয় তাহলে তোদের কি অবস্থা দাঁড়াবে একটু চিন্তা কর । আফগান , ইরাক , সিরিয়ায় তোদের প্রভুদের অবস্থা দেখে কি তোদের শিক্ষা হচ্ছে না ? আরে তোদের অবস্থা দেখে তো মনে হয় যে তোরা এখনি বাঁচা-মরার এক চূড়ান্ত যুদ্ধে নেমেছিস । যার ফলে তোদের যুদ্ধ সরঞ্জাম ও রশদ স্বল্পতাও দেখা যাচ্ছে । অথচ আমরা এখনো তোদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি । রাস্তা দিয়ে যখন তোদের চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে যাই তখন তোদের দেখে মনে হয় যেন এক ভয়ংকর যুদ্ধের ন্যায় রণ সাজে সজ্জিত হয়ে ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় রাস্তায় অসহায়ভাবে দারিয়ে আছিস যেন কোত্থেকে কখন জানি

এক অতর্কিক হামলা তোদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয় । ওই তোরা তোদের বুকে হাত দিয়ে বলতো যে তোরা খুবি ভাল আছিস ? আর তোরাই সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিস না ? অথচ আমরা তোদের উপর এখনও হাত দেয়নি । তাহলে যখন আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় তোদের কে কচুকাটা করতে থাকবো ইনশাআল্লাহ্* তখন কি করবি?

আমি তোদের মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাদের অন্তর প্রশান্তকারি আমীর মোল্লা মুহাম্মাদ উমর (র) এর সেই দৃঢ় ও বিখ্যাত উক্তি

" বুশ আমাদেরকে পরাজয়ের অঙ্গিকার করেছে আর আল্লাহ আমাদের সাথে বিজয়ের ওয়াদা করেছে। অতিশিঘ্রই ইনশাআল্লাহ আমরা দেখে নিবো কার ওয়াদা সত্য হয় "

উক্ত চিরসত্য উক্তির বাস্তবতা আজ পুরা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করছে । অতএব আমি তোদের বলছি –

তোরা আমাদের শিখরসহ সমূলে উৎপাটন করার অঙ্গীকার করেছিস আর আমরাও ইনশাআল্লহ আল্লাহর মদদ নিয়ে তোদের দুনিয়ার বুক থেকে এমন ভাবে ধ্বংস ও বিলীন করার শপথ করেছি যেমনিভাবে কোন গ্রাম সাগরে তলিয়ে গেলে সাগর দেখে বিন্দুমাত্র বুঝার কোন অবকাশ থাকে না যে এখানে কোন এক সময়ে জনবসতি ছিল ।

হে তাগুত প্রশাসন গোষ্ঠীর মধ্যে যারা নিজেদের ইমানদার বলে দাবি করো ,

আমি তোমাদের বলছি কিভাবে তোমরা আল্লাহর পথে বাঁধা দিয়ে কুফরি কাজে শামিল হয়ে নিজেদের ইমানদার দাবি কর আর জান্নাতের আশা করো !! যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহকে-ই রব হিসেবে স্বীকার করে থাকো ,তাহলে শোন তোমাদের মহাপরক্রমশালী রবের বাণী –

যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে , তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দেন । (মুহাম্মাদ-১)

অতএব আল্লাহ্*র পথে বাধা প্রদান করা কুফরির সাথে সমতুল্য একটি বিষয় । যার ফলে আল্লাহ কর্ম বিনষ্ট করে দেন। সুতরাং তোমাদের কে আমার বিনীত,

আন্তরিক ও দরদমাখা আহবান , আল্লাহ কে ভয় কর , আল্লাহকে-ই ভয় কর যার থেকে তোমরা এসেছ এবং যার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন । আর ভয় কর সেই দিনকে যেই দিন তাঁর সামনে দাড়াতে হবে । ভয় করো কবরকে যেখানে অনিবার্যভাবে যেতে-ই হবে ।। আর তোমরা তাদের মতো হইয়ো না যাদের সম্পর্কে আমার মহান রব বলেন –

নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না।(বাকারা – ৬)

পরিশেষে রাহমানের দরবারে প্রার্থনা করি -----

“হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর।(আলে ইমরান ১৪৭) ”

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।(আলে ইমরান ১৯৪) ”

“হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর।(আল বাকারা – ২৮৬)

শেষ কথা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।যিনি বিচার দিনের মালিক।আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।(ফাতিহা ১-৪)

আর হে প্রিয় ভাইয়েরা আপনাদের বিশেষ প্রার্থনায় ভুলে যাইয়েন না আমাদের বন্দী ভাইদের, ভুলে যাইয়েন না সেই সকল ভাইদের যারা মা-বাবা , স্ত্রী , সন্তান-সন্ততি, ঘরবাড়ি সব কিছু ছেড়ে পালিয়ে পালিয়ে দিনাতিপাত করছে আর আপনাদের এই ভাইটিকে।

ওয়াসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৪৪১

হে উলামায়ে উম্মাহ!

Umar Faruq

Senior Member

০৯-২৯-২০১৬

বর্তমানে সর্বাধিক কঠিন এবাদত কোনটি? বর্তমানে জিহাদের চেয়ে কঠিন আর কোন এবাদত নেই। কেননা গোটা পৃথিবীর মু'মিন কাফের, নেককার-বদকার নির্বিশেষে সবাই জিহাদের ঘোর বিরুধী। এমনকি কতিপয় আলেম পর্যন্ত এই মহান কাজের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ক্রোধের তীর নিক্ষেপ করছেন মুজাহিদের চেহারায়। কোন অপরাধে তাঁর সাথে এমন ঘৃণিত আচরণ করা হচ্ছে? তাঁর অপরাধতো একটাই সে হৃদয়ে জিহাদের অগ্নি-শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছে, যাতে করে এর দ্বারা ইসলামের চির দুশমন সন্ত্রাসবাদী ইহুদি-খৃষ্টান, বে-দীন-কাফেরদেরকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। হে পাঠক ! জেনে রাখ এই যুগের অবস্থা এতই নাজুক যে, তুমি যদি তাহাজ্জুদের সালাত পড়া, নফল সিয়াম পালন , কোরআনুল-কারীম হেফ্জ করা, এলমে দ্বীন অন্বেষণ, দাওয়াতী কাজ সহ আরো যত এবাদত আছে সেগুলো সম্পাদন করতে চাও, তাহলে কেউ তোমার প্রতি রাগান্বিত হবে না, দুশমনীও রাখবে না। বরং সবাই সন্তুষ্ট থাকবে। ফলে তোমার সামনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা বা বিরোধপূর্ণ কিছুই থাকবে না। অপরন্তু তারা সবাই তোমার সহযোগী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, তুমি যখনই জিহাদ নামক সত্যিকার সম্মান, মর্যাদা ও আত্মোৎসর্গের পথে যেতে চাবে, তখন সবাইকে তোমার বিরুদ্ধে অবস্থান দিতে দেখতে পারে। এমনকি তারা সকল প্রকার কলা-কৌশলের মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে তোমার স্পৃহা, দৃঢ়চেতা-মনোবল, দুঃসাহসিকতা দমিয়ে সংগ্রামের পথ থেকে বারণ করতে চাবে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হয়!! আমরা কতিপয় আলেমের ব্যাপারে শুনতে পেয়েছি তিনি যদি জানতে পারেন যে, তার ছেলে অচিরেই জিহাদে যাবে, তখন তিনি এই ছেলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এবং তাঁর সাথে শত্র"তা পোষণ করেন। আর যদি এই ছেলে দুনিয়াবী পড়াশোনা সমাপন করার লক্ষ্যে কুফরী কোন দেশে যেতে চায়, তখন আলেম সাহেব আনন্দে আত্বহারা হয়ে ছেলেকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ

অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন। যাতে করে তার মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়! সকল ধরণের উপকরনের ব্যবস্থাও তিনি করে দেন। কেননা এই ছেলে দুনিয়াতে উনার মর্যাদা সমুন্নত করবে, এবং সমাজের মানুষের নিকট তার মুখমন্ডল উজ্জল করবে। একজন আলেমের ভূমিকা কি এমন হওয়া উচিৎ ? তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এ পথে বাঁধা আসবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বেই এসম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। এবং তিনি বলেছেনঃ- নিশ্চয় শয়তান বনী আদমের কল্যাণের পথে বাঁধা দিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। প্রথমে শয়তান ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে বসে বলতে লাগেঃ তুমি তোমার নিজের এবং পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিহার করে ইসলাম গ্রহণ করছ ? (এটাতো সঠিক সিদ্ধান্ত নয়) তখন আদম সন্তান শয়তানের কথা অমান্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর শয়তান হিজরতের পথে বাঁধাগ্রস্ত করতে চায়। এবং তাকে (পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে) বলেঃ- তুমি স্বদেশের (স্মৃতিবিজড়িত) ভূমি এবং আকাশ ছেড়ে হিজরত করতে যাচ্ছ ? (এটা কিন্তু ঠিক করছ না।) প্রকৃতপক্ষে একজন মুহাজির রশি দ্বারা বাঁধা অশ্বের ন্যায় বিভিন্ন মায়া, মমতার জালে আবদ্ধ থাকে। তথাপি সে শয়তানের কথা অমান্য করে হিজরত করে। অতঃপর শয়তান জিহাদের পথে ওঁৎপেতে বসে এবং বলেঃ তুমি যান, মাল ব্যয় করে যুদ্ধ করে মরতে যাচ্ছ? এর পরিবর্তে কোন (সুন্দরী) নারীকে বিবাহ কর। এতে তোমার মাল ও বাঁচবে। তখন সেই আদম সন্তান শয়তানের কথা অমান্য করে জিহাদে বেড়িয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এতো কুরবানী করল, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব। যদি সে শহীদ হয়, তাহলে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো আল্লাহর কর্তব্য। আর যদি সে পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মারা যায়, তাহলে ও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব। আর যদি তাঁর বাহন তাকে নীচে ফেলে ঘাড় ভেঙ্গে দেয়, (ফলে সে মারা যায়।) এমতাবস্থায় ও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। (নাসায়ী) ϖ হযরত ফযল বীন যিয়াদ (র.) বলেনঃ একদা আবু আব্দুল্লাহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর নিকট জিহাদের আলোচনা করা হলো, তখন আমি তাঁর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এবং তিনি বলতে লাগলেনঃ জিহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন নেক কাজ নেই। তিনি আরো বলেনঃ দুশমনের সাথে মোকাবেলার সমকক্ষ অন্য কোন আমল নেই। আর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করা। আর যারা শত্র"র

সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, তারা নিজেদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ও ইসলাম প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত। সুতরাং এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন আমল কি হতে পারে ? বিশ্বের সমস্ত মানুষ নিরাপদে নির্বিঘ্নে, আনন্দ-উল্লাসে সময় অতিবাহিত করছে। আর মুজাহিদগণ কঠিন বিপদের সময় অতিবাহিত করছেন। এমনকি তারা ইসলামী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে নিজেদের জীবন সানন্দে বিলিয়ে দিচ্ছেন। ইমাম আহমাদ (র.) এর বক্তব্য এখানেই শেষ। আমরা জিহাদকে ফরযে আইন বলি আর ফরযে কেফায়া বলিনা কেন, ফলাফল একটাই। তথা জিহাদ নামক মহান আমল ও এর প্রস্তুতি থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। আর সাম্প্রতিক কালে যেহেতু জিহাদ ফরযে আইন। সেহেতু জিহাদে অংশগ্রহণ না করে আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমরা মহা-হতভাগা।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৮২৫

ইমাম নববি(রহিমাহুল্লাহ) এর ৪০ হাদিস (অনুবাদ)

Amer ibn Abdullah

Member

১০-১৫-২০১৬

হাদীস -১

আমীরুল মুমিনীন আবু হাফস্ উমার ইবন আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন—

আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি— “সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যতের উপর, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত করেছে, তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হয়েছে, আর যার হিজরত দুনিয়া (পার্থিব বস্তু) আহরণ করার জন্য অথবা মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তার হিজরত সে জন্য বিবেচিত হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।”

[সহীহ্ আল-বুখারী: ১, সহীহ্ মুসলিম: ১৯০৭। মুহাদ্দিসগণের দুই ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম ইবন মুগীরা ইবন বারদেযবাহ্ আল-বুখারী এবং আবুল হাসান মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশায়রী আন্-নিশাপুরী আপন আপন সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যা সবচেয়ে সহীহ্ গ্রন্থদ্বয় বলে বিবেচিত হয়।]

হাদীস - ২

এটাও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল ভীষণ কালো; তার মাঝে ভ্রমণের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারে নি। সে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে বসে, নিজের হাঁটু তার হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাত তার উরুতে রেখে বললেন: “হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে

বলুন”।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর, রমাদানে সওম সাধনা কর এবং যদি সামর্থ থাকে তবে (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ কর।”

তিনি (লোকটি) বললেন: “আপনি ঠিক বলেছেন”। আমরা বিস্মিত হলাম, সে নিজে তার নিকট জিজ্ঞাসা করেছে আবার নিজেই তার জবাবকে ঠিক বলে ঘোষণা করছে। এরপর বলল: “আচ্ছা, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন”। তিনি (রাসূল) বললেন: “তা হচ্ছে এই- আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্*তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখেরাতর উপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।”

সে (আগন্তুক) বলল: “আপনি ঠিক বলেছেন”। তারপর বলল: “আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন”।

তিনি বলেন: “তা হচ্ছে এই- তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে তিনি তোমাকে দেখছেন”।

সে (আগন্তুক) বলল: “আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন”।

তিনি (রাসূল) বললেন: “যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী কিছু জানে না”।

সে (আগন্তুক) বলল: “আচ্ছা, তার লক্ষণ সম্পর্কে বলুন”।

তিনি (রাসূল) বললেন: “তা হচ্ছে এই- দাসী নিজের মালিককে জন্ম দেবে, সম্পদ ও বস্ত্রহীন রাখালগণ উঁচু উঁচু প্রাসাদে দম্ভ করবে”।

তারপর ঐ ব্যক্তি চলে যায়, আর আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকি। তখন তিনি (রাসূল) আমাকে বললেন: “হে উমার, প্রশ্নকারী কে ছিলেন, তুমি কি জান?

আমি বললাম: “আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন”। তিনি বললেন: “তিনি হলেন জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তোমাদের কাছে

এসেছিলেন।”
[সহীহ্ মুসলিম: ৮]

হাদীস - ৩

আবু আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবন উমার ইবন আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

“পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে— সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা‘বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা এবং রমাদানের সওম পালন করা।”
[বুখারী: ৮, মুসলিম: ২১]

হাদীস - ৪

আবূ আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন— রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম— যিনি সত্যবাদী ও যার কথাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হয়— তিনি আমাদেরকে বলেছেন: তোমাদের সকলের সৃষ্টি নিজের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন যাবৎ শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু হতে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট বাঁধা রক্তরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ড রূপে থাকে, তারপর তার কাছে ফিরিশ্*তা পাঠানো হয়। অতঃপর সে তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করায় এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়- তার রুজি, বয়স, কাজ এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান।
অতএব, আল্লাহর কসম-যিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই-তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতবাসীর মত কাজ করে[১]- এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় তার লিখন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে জাহান্নামবাসীর মত কাজ শুরু করে এবং তার ফলে তাতে প্রবেশ করে।

এবং তোমাদের মধ্যে অপর এক ব্যক্তি জাহান্নামীদের মত কাজ শুরু করে দেয়- এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় তার লিখন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে জান্নাতবাসীদের মত কাজ শুরু করে আর সে তাতে প্রবেশ করে।

[বুখারী: ৩২০৮, মুসলিম: ২৬৪৩]

হাদীস - ৫

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে (অর্থাৎ তা গ্রহণযোগ্য হবে না)।

[বুখারী: ২৬৯৭, মুসলিম: ১৭১৮]

মুসলিমের বর্ণনার ভাষা হলো এই যে,

যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা আমাদের দ্বীনে নেই, তা গ্রহণযোগ্য হবে না (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে)।

হাদীস - ৬

আবু আব্দিল্লাহ্ আন্-নু'মান ইবন বশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দু'য়ের মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে যা অনেকে জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে; সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে; সে হারামে পতিত হয়েছে। তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির চারপাশে (গবাদি) চরায়, আর সর্বদা এ আশংকায় থাকে যে, যে কোন সময় কোন পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে চরতে আরম্ভ করবে।

সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি। সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে; যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় -এটা হচ্ছে কলব (হৃদপিণ্ড)।

[বুখারী: ৫২, মুসলিম: ১৫৯৯]

হাদীস - ৭

আবু রুকাইয়্যা তামীম ইবন আওস আদ্-দারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

দ্বীন হচ্ছে শুভকামনা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহ্, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম নেতাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য।

[মুসলিম: ৫৫]

হাদীস - ৮

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যদি তারা এরূপ করে তবে তারা আমার হাত থেকে নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নেবে, অবশ্য ইসলামের হক যদি তা দাবী করে তবে আলাদা কথা; আর তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

[বুখারী: ২৫, মুসলিম: ২২]

হাদীস - ৯

আবু হুরায়রা আব্দুর রহমান ইবন সাখর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয় নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক। আর যেসব বিষয়ে আদেশ করেছি, যথাসম্ভব তা পালন কর। বেশী বেশী প্রশ্ন করা আর নবীদের সথে মতবিরোধ করা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

[বুখারীঃ ৭২৮৮, মুসলিম: ১৩৩৭]

হাদীস - ১০

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

আল্লাহ্ তা‘আলা পাক-পবিত্র, তাই তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবূল করে থাকেন। আল্লাহ্ তা‘আলা মুমিনদের ঐ কাজই করার হুকুম দিয়েছেন যা করার হুকুম তিনি রাসূলদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন: ((হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেক আমল করুন।)) আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেছেন: ((হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে আহার কর।))

তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে ও কাপড় ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে আছে। অতঃপর সে নিজের দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে ও বলে: হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে হারামভাবে লালিত-পালিত হয়েছে; এ অবস্থায় কেমন করে তার দো‘আ কবূল হতে পারে।

[মুসলিম: ১০১৫]

হাদীস - ১১

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহাস্পদ দৌহিত্র আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবন আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

“আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ কথা শুনে স্মরণ রেখেছি: সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর।”

[তিরমিযী: ২৫২০, নাসায়ী: ৫৭১১, আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ]

হাদীস – ১২

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলাম।”

[হাদীসটি হাসান। তিরমিযী: ২৩১৮, ইবনে মাজাহ: ৩৯৭৬]

হাদীস – ১৩

আবু হামযাহ্ আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম-হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।”

[বুখারী: ১৩, মুসলিম: ৪৫]

হাদীস – ১৪

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“কোন মুসলিমের রক্তপাত করা তিনটি কারণ ব্যতীত বৈধ নয়- বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, আর যদি প্রাণের বদলে প্রাণ নিতে হয়। আর যদি কেউ স্বীয় দ্বীনকে পরিত্যাগ করে মুসলিম জামা‘আত হতে আলাদা হয়ে যায়।”

[বুখারী: ৬৮৭৮, মুসলিম: ১৬৭৬]

হাদীস – ১৫

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও আখেরাতে ঈমান রাখে, তার উচিত হয় উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও আখেরাতে ঈমান রাখে, তার উচিত আপন প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত আপন অতিথির সম্মান করা।"

[বুখারীঃ ৬০১৮, মুসলিমঃ ৪৭]

হাদীস – ১৬

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল: আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন:
রাগ করো না। লোকটি বার বার রাসূলের নিকট উপেদশ চায় আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: রাগ করো না।

[বুখারী: ৬১১৬]

হাদীস - ১৭

আবূ ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত জিনিস উত্তম পদ্ধতিতে করার বিধান করে দিয়েছেন। সুতরাং যখন তুমি হত্যা করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে আর যখন তুমি যবেহ্ করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে যবেহ্ করবে। তোমাদের প্রত্যেকের আপন ছুরি ধারালো করে নেয়া উচিত ও যে জন্তুকে যবেহ্ করা হবে তার কষ্ট লাঘব করা উচিত।

[মুসলিম: ১৯৫৫]

হাদীস – ১৮

আবূ যার জুনদুব ইবন জুনাদাহ্ এবং আবূ আব্দুর রহমান মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত আছে, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর, যা তাকে মুছে দেবে; আর মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর।

[তিরমিযী: ১৯৮৭, এবং (তিরমিযী) বলেছেন যে, এটা হচ্ছে হাসান হাদীস। কোন কোন সংকলনে এটাকে হাসান সহীহ্ বলা হয়েছে।]

হাদীস - ১৯

আবূ আব্বাস আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেছেন- একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন: "হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাবো- আল্লাহকে সংরক্ষণ করবে[২] তো তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ্ তোমার জন্য যা

নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোন উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোন অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ্ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।"

[তিরমিযী: ২৫১৬, হাদীসটি সহীহ্ (হাসান) বলেছেন।]

তিরমিযী ছাড়া অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে:

"আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে, তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রেখো- যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না, আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরো জেনে রাখো- ধৈর্য্য ধারণের ফলে (আল্লাহর) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ আসে। কঠিন অবস্থার পর স্বচ্ছলতা আসে।"

হাদীস – ২০

আবূ মাসউদ উকবাহ্ ইবন আমর আল-আনসারী আল-বদরী রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:
"অতীতের নবীগণের কাছ থেকে মানুষ একথা জানতে পেরেছে- যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই কর।"

[বুখারী: ৩৪৮৩]

হাদীস – ২১

আবূ আমরকে আবূ আমরাহ্ও বলা হয়- সুফিয়ান ইবন আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন-
আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিন যেন আপনাকে ব্যতীত আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন: বল- 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি'; তারপর এর উপর দৃঢ় থাক।"
[মুসলিম: ৩৮]

হাদীস – ২২

আবূ আব্দুল্লাহ্ জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্ আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে-

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি মনে করেন যদি আমি ফরয নামায আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি, হালালকে হালাল বলে ও হারামকে হারাম বলে ঘোষণা করি, আর এর বেশী কিছু না করি, তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? তিনি বললেন: হাঁ।

[মুসলিম: ১৫]

হাদীস - ২৩

আবূ মালেক আল-হারেস ইবন আসেম আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক; আল-হামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য) [বললে] পাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয় এবং “সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ্ (আল্লাহ্ কতই না পবিত্র! এবং সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য) উভয়ে অথবা এর একটি আসমান ও যমীনের মাঝখান পূর্ণ করে দেয়। নামায হচ্ছে আলো, সাদকা হচ্ছে প্রমাণ, সবর উজ্জ্বল আলো, আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সকাল শুরু করে- আর তা হয় তাকে মুক্ত করে দেয় অথবা তাকে ধ্বংস করে দেয়।"

[মুসলিম: ২২৩]

হাদীস - ২৪

আবূ যর আল-গিফারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় ও সুমহান রবের নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ বলেছেন:

"হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি; অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদের হেদায়াত দান করব।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে অন্ন দান করেছি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন গোনাহ্ করছ, আর আমি তোমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না যে আমার ক্ষতি করবে আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার ক্ষমতা রাখ না যে আমার ভালো করবে।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মোত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না।

আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না।

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও তোমাদের পরের সকলে, তোমাদের সমস্ত মানুষ ও তোমাদের সমস্ত জিন যদি সবাই একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই তবে আমার নিকট যা আছে তাতে সমুদ্রে এক সুঁই রাখলে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছু কম হতে পারে না।

হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দিয়ে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, আর যে তার বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত।"

[মুসলিম: ২৫৭৭]

হাদীস - ২৫

আবূ যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহর কিছু সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবান লোকেরা প্রতিফল ও সওয়াবের কাজে এগিয়ে গেছে। আমরা নামায পড়ি তারাও সেরকম নামায পড়ে, আমরা রোযা রাখি তারাও সেরকম রোযা রাখে, তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সদকা করে।

তিনি বলেন: আল্লাহ্ কি তোমাদের জন্য এমন জিনিস রাখেননি যে তোমরা সদকাহ্ দিতে পার। প্রত্যেক তাসবীহ্ (সোবহান আল্লাহ্) হচ্ছে সদকাহ্, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) হচ্ছে সদকাহ্, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ্) হচ্ছে সদকাহ্, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) হচ্ছে সদকাহ্, প্রত্যেক ভালো কাজের হুকুম দেয়া হচ্ছে সদকাহ্ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত করা হচ্ছে সদকাহ্। আর তোমাদের প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে সদকাহ্।

তারা জিজ্ঞাসা করেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন আকাঙ্খা সহকারে স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করে, তাতেও কি সওয়াব হবে?

তিনি বলেন: তোমরা কি দেখ না, যখন সে হারাম পদ্ধতিতে তা করে, তখন সে গোনাহ্গার হয় কি না! সুতরাং অনুরূপভাবে যখন সে ঐ কাজ বৈধভাবে করে তখন সে তার জন্য প্রতিফল ও সওয়াব পাবে।"

[মুসলিম: ১০০৬]

হাদীস - ২৬

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"প্রত্যেহ যখন সূর্য উঠে মানুষের (শরীরের) প্রত্যেক গ্রন্থির সাদকাহ্ দেয়া অবশ্য কর্তব্য। দু'জন মানুষের মাঝে ইনসাফ করা হচ্ছে সাদকাহ্, কোন আরোহীকে তার বাহনের উপর আরোহন করতে বা তার উপর বোঝা উঠাতে সাহায্য করা হচ্ছে সাদকাহ্, ভাল কথা হচ্ছে সাদকাহ্, সালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ হচ্ছে সাদকাহ্ এবং কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরানো হচ্ছে সাদকাহ্।"

[বুখারী: ২৯৮৯, মুসলিম: ১০০৯]

হাদীস - ২৭

আন-নওয়াস ইবন সাম'আন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"উত্তম চরিত্র হচ্ছে নেকী, আর গোনাহ্ তাকে বলে যা তোমার মনকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে এবং তা লোকে জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।"

[মুসলিম: ২৫৫৩]

ওয়াবেসা ইবন মা'বাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেন: "তুমি কি নেকী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?" আমি বলি: জী হাঁ।

তিনি বললেন: "নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর; যা সম্পর্কে তোমার আত্মা ও মন আশ্বস্ত থাকে তা হচ্ছে নেকী, আর গোনাহ্ হচ্ছে তা যা যদিও লোক (তার স্বপক্ষে) ফাতাওয়া দিয়ে দেয় তবুও তোমার আত্মাকে অশ্বস্তিতে রাখে ও মনে সংশয় সৃষ্টি করে।"

[-এটি হচ্ছে হাসান হাদীস যা আমি দুই ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও আদ্-দারেমীর মুসনাদ থেকে উৎকৃষ্ট সদনে উদ্ধৃত করেছি।]

হাদীস - ২৮

আবূ নাজীহ্ আল-'ইরবাদ ইবন সারিয়াহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বক্তৃতায় আমাদের উপদেশ দান করেন যাতে আমাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে ও আমাদের চোখে পানি এসে যায়। আমরা নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে বিদায়কালীন উপদেশ; আপনি আমাদেরকে অসীয়াত করুন। তিনি বললেন: "আমি তোমাদের মহান আল্লাহকে ভয় করতে অসীয়াত করছি, আর আনুগত্য দেখাতে অসীয়াত করছি; যদি কোন গোলামও তোমাদের শাসক হয় তবুও। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে; সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি মেনে চল, তা দাঁত দিয়ে (অর্থাৎ খুব শক্তভাবে) ধরে রাখ; আর অভিনব বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাক, কারণ প্রত্যেক অভিনব বিষয় হচ্ছে বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।"

[-আবূ দাউদ(৪৬০৭) ও তিরমিযী(২৬৬) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা সহীহ্ (হাসান) হাদীস।]

হাদীস - ২৯

মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজ বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তিনি বললেন: তুমি এক বৃহৎ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এটা তার জন্য খুবই সহজ আল্লাহ্ যার জন্য সহজ করে দেন। তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সঙ্গে

কাউকে শরীক করো না, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, রমযানে রোযা রাখ এবং (কা'বা) ঘরে হজ্জ কর।

তারপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাদের কল্যাণের দরজা দেখাব না? রোযা হচ্ছে ঢাল, সাদকাহ্ গোনাহকে নিঃশেষ করে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়; আর কোন ব্যক্তির গভীর রাতের নামায।

তারপর তিনি পড়েন: **تتجافى جنوبهم عن المضاجع** হতে **يعلمون** পর্যন্ত। যার অর্থ হলো: তারা শয্যা পরিত্যাগ করে তাদের রবকে ভয়ে ও আশায় ডাকে এবং আমরা তাদেরকে যে রিয্*ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তাদের কর্মের জন্য যে চক্ষু শীতলকারী প্রতিফল রক্ষিত আছে তা তাদের কেউই জানে না। [সূরা আস্-সাজদাহ্: ১৬-১৭]

তিনি আবার বলেন: আমি তোমাদের কর্মের মূল এবং তার স্তম্ভ ও তার সর্বোচ্চ চূড়া বলবো কি?

আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন।

তিনি বললেন: কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ।

তারপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাকে এসব কিছু আয়ত্তে রাখার জিনিস বলবো না?
আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন।

তিনি নিজের জিভ ধরে বললেন: এটাকে সংযত কর।

আমি জিজ্ঞেস করি: হে আল্লাহর নবী! আমরা যা বলি তার হিসাব হবে কি? তিনি বললেন: তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু'আয! জিভের উৎপন্ন ফসল ব্যতীত আর কিছু এমন আছে কি যা মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে?

[তিরমিযী: ২৬১৬ এবং তিনি বলেছেন: এটা হাসান (সহীহ্) হাদীস।]

হাদীস - ৩০

আবূ সা'লাবাহ্ আল-খুশানী জুরসূম ইবন নাশিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ফরযসমূহকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন, সুতরাং তা অবহেলা করো না। তিনি সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সুতরাং তা লঙ্ঘন করো না। এবং কিছু জিনিস হারাম করেছেন, সুতরাং তা অমান্য করো না। আর তিনি কিছু জিনিসের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন-তোমাদের জন্য রহমত হিসেবে; ভুলে গিয়ে নয়-সুতরাং সেসব বিষয়ে বেশী অনুসন্ধান করো না।"

[হাদীসটি হাসান (সহীহ্), আদ্-দারা কুতনী: ৪/১৮৪ ও অন্যান্য কয়েকজন বর্ণনা করেছেন।]

হাদীস – ৩১

আবুল আব্বাস সাহল ইবন সা'দ আস্-সা'ইদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজ বলুন যা করলে আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসেন, লোকেরাও আমাকে ভালবাসে।

তখন তিনি বললেন: দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হবে না, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা আছে তার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না, তাহলে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে।"

[ইবনে মাজাহ্: ৪১০২]

হাদীস - ৩২

আবু সাঈদ সা'দ ইবন মালিক ইবন সিনান আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়।"

[হাদীসটি হাসান। এটিকে ইবনে মাজাহ (দেখুন হাদীস নং: ২৩৪১), আদ্-দারা-কুতনী (হাদীস নং: ৪/২২৮) এবং অন্যান্যগণ সনদসহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে (হাদীস নং: ২/৭৪৬) একে মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি সনদের মধ্যে যে আমর ইবন ইয়াহ্ইয়া নিজের পিতা হতে যিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি আবু সাঈদকে বাদ দিয়েছেন। তবে হাদীসটির আরও বহু বর্ণনায় এসেছে যার কোনো কোনোটি অপর কোনো কোনোটির দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে।]

হাদীস - ৩৩

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

যদি মানুষকে কেবল তাদের দাবী অনুযায়ী দিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা অন্যের সম্পদ ও জীবন দাবী করে বসবে। তবে নিয়ম হচ্ছে দাবীদারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে, আর যে অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে।

[এ হাদীসটি হাসান। এটাকে বায়হাকী ও অন্যান্যগণ এভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর কিছু অংশ সহীহ্ হাদীসের অনুরূপ।]

হাদীস - ৩৪

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, তাও যদি না করতে পারে তাহলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ঈমান।"

[মুসলিম: ৪৯]

হাদীস - ৩৫

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের জন্য নিলাম ডেকে দাম বাড়াবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে, একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেও না, একজনের ক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয় করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করে না এবং তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না। সে তার কাছে মিথ্যা বলে না ও তাকে অপমান করে না। তাকওয়া হচ্ছে- এখানে, তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোন মানুষের জন্য এতটুকু মন্দ যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলিম ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। এক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম।

[মুসলিম: ২৫৬৪]

হাদীস - ৩৬

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুমিনের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ্ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে বান্দা আপন ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ সে বান্দাকে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য কোন রাস্তা গ্রহণ করে, তার অসীলায় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। যেসব লোক আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে (অর্থাৎ মসজিদে) সমবেত হবে, কুরআন পড়বে, সকলে মিলিত হয়ে তার শিক্ষা নেবে ও দেবে, তাদের উপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হবে, রহমত তাদের ঢেকে নেবে, ফিরিশ্*তাগণ তাদের ঘিরে থাকবে আর আল্লাহ্ তাদের কথা এমন সকলের মধ্যে উল্লেখ করবেন যারা তাঁর

কাছে উপস্থিত। যে ব্যক্তি তার আমলের কারণে পিছিয়ে পড়বে, তার বংশ পরিচয় তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

[মুসলিম: ২৬৯৯]

হাদীস - ৩৭

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব হতে বর্ণনা করেন যে,

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ভাল ও মন্দ কাজকে লিখে রেখেছেন। তারপর তিনি এ ব্যাখ্যা করেন: যে ব্যক্তি ভাল কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারে না, তবু আল্লাহ্ তার জন্য পরিপূর্ণ নেকী লেখেন; আর দৃঢ় সংকল্প করে সে যদি তা সম্পন্ন করে তবে আল্লাহ্ নিজের কাছে তার জন্য দশ নেকী থেকে সাতশ' পর্যন্ত; বরং তার চেয়েও বেশী নেকী লেখেন। এর বিপরীত, যদি কারো মন্দা কাজের বাসনা জাগে কিন্তু তা কাজে পরিণত না করে, আল্লাহ্ তার জন্য পরিপূর্ণ নেকী লেখেন; কিন্তু যদি সে তার কামনা বাসনাকে কাজে পরিণত করে, তবে তার জন্য একটি মন্দ কাজ লেখেন।

[বুখারী: ৬৪৯১, মুসলিম: ১৩১]

হাদীস - ৩৮

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমি যা তার উপর যা ফরয করেছি আমার বান্দাহ্ তা ব্যতীত অন্য কোন পছন্দসই জিনিসের দ্বারা আমার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দাহ্ নফলের সাহায্যে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। সুতরাং আমি যখন তাকে ভালবাসতে থাকি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই; যা দ্বারা সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই; যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই; যার দ্বারা সে ধরে এবং তার পা

হয়ে যাই; যার দ্বারা সে চলে[৩]। সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই তাকে তা দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি।

[বুখারী: ৬৫০২]

হাদীস – ৩৯

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

আমার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ আমার উম্মাতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তার সে কাজ যা সে করতে সে বাধ্য হয়েছে।

[এ হাদীসটি হাসান। ইবনে মাজাহ্ (নং-২০৪৫), বায়হাকী (সুনান, হাদীস নং-

৭) ও আরো অনেকেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

হাদীস – ৪০

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন:

দুনিয়াতে অপরিচিত অথবা ভ্রমণকারী মুসাফিরের মত হয়ে যাও। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলতেন, সন্ধ্যা বেলায় উপনীত হলে সকালের অপেক্ষা করো না। আর সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। অসুস্থতার জন্য সুস্থতাকে কাজে লাগাও, আর মৃত্যুর জন্য জীবিত অবস্থা থেকে (পাথেয়) সংগ্রহ করে নাও।

[বুখারী: ৬৪১৬]

হাদীস - ৪১

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি যা এনেছি তার প্রতি তার ইচ্ছা-আকাঙ্খা অনুগত না হয়ে যায়।

[হাদীসটি হাসান। এটাকে আমি কিতাবুল হুজ্জাহ্ থেকে সহীহ্ সনদের সাথে বর্ণনা করেছি।]

হাদীস – ৪২

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন: হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা) প্রত্যাশা করবে, তুমি যা-ই প্রকাশ হোক না কেন আমি তা ক্ষমা করে দেব- আর আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ্ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ্ নিয়ে আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে (আখেরাতে) সাক্ষাত কর, তাহলে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করবো।

[তিরমিযী (নং-৩৫৪০) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫০৯১